CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-130 ■ 9 February, 2026 ■ আগরতলা ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৬ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

এডিসিতে বিজেপি সরকার গড়ার সংকল্প নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রত্যেকটি মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার। আর গদি আঁকড়ে রাখা ও গদি পাওয়া নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা চলছে এখন। তাই আসন্ন নির্বাচনে এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার গড়ার জন্য সংকল্প নিতে হবে।

আজ এডিসির সদর কার্যালয় খুমলুং এ ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত যোগদান সভায় অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এই সভায় ভারী মাত্রায় মা বোনেদের উপস্থিতি দেখে আমি খুবই আপ্লুত। আগামীতে এডিসিতে কি হতে যাচ্ছে আজকের সভা থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজনীতির পরিভাষা পাল্টে দিয়েছেন। আমাদের সরকার আসার পর কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বা এনডিএ সরকার রয়েছে সেগুলিতে কিভাবে সরকার চালাতে হয় সেটা প্রধানমন্ত্রী করে দেখিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ম্যা চৌকিদার হু, ম্যা খুদ ভি নেহি খায়ুঙ্গা, অর দুসরে কো ভি খানে নেহি দুঙ্গা। এমনই একটা সুন্দর পরিবেশ সারা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগের সরকারের সময় আমরা দেখেছি কিভাবে শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় সেটা নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবেশী শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে রক্তাক্ত লিটন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ফেব্রুয়ারি।। বাবা-মা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সুযোগে দুই কাকা তাদের ভাইয়ের সন্তানদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে। রবিবার রাতে চড়িলাম এলাকায় এই চরম নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চড়িলামের মধ্য ব্রজপুর এলাকায় রবিবার রাতে শিশু ও কিশোরদের ওপর মারধর শুরু হয়। তাদের আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশী লিটন রায় এগিয়ে এসে শিশুদের রক্ষা করতে গেলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর সফরে

ভারত - মালয়েশিয়ার মধ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর

কুয়ালালামপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আজ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো' সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম পারদানা পুত্রা কমপ্লেক্সে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানান। সেখানে তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করা হয়। এরপর দুই নেতা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন সেরি পারদানায় সীমিত পরিসর এবং প্রতিনিধিদল-স্তরের বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠকে দুই দেশের নেতারা ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারত—মালয়েশিয়া সমগ্র কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে একমত হন। তাঁরা ভারত ও মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে গভীর পারস্পরিক যোগাযোগের কথা স্মরণ করেন, যা এই অংশীদারিত্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

নেতৃদ্বয় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক পর্যালোচনা করেন। আলোচনায় বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, সামুদ্রিক সহযোগিতা, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, পরিকাঠামো, স্টার্ট-আপ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়ুর্বেদ, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মতো অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাশাপাশি সেমিকন্ডাক্টর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়। দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক ডিজিটাল কাউন্সিলের মাধ্যমে ডিজিটাল সহযোগিতার ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং ইউপিআই ও পে-নেটের মধ্যে চুক্তিকে স্বাগত জানান, যা ফিনটেক সহযোগিতা জোরদার করবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি সংসদীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আদান-প্রদানের মাধ্যমে যুবসমাজের মধ্যে সংযোগ আরও দৃঢ় করার আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি মালয়া, এবং আইআইটি মাদ্রাজ ও মালয়েশিয়ার অ্যাডভান্সড সেমিকন্ডাক্টর একাডেমির মধ্যে চলমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবারো রবিবার রাতে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা আমতলী থানা দিন লক্ষণপাড়া এলাকায়। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে পাঁচ আট আহত হয়েছে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।বোলেরো ও মেক্স গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষিত হয় বলেও খবর। আহতদের হাঁপানি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলেও সংবাদে প্রকাশ। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও জানা গেছে।

চড়িলামে রাস্তা সংস্কারের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ফেব্রুয়ারী ।। চড়িলাম পরিমল চৌমুহনী থেকে গোলাঘাটি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে আট কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের কাজ না করেই বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অনুযায়ী, রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলেও বাস্তবে কোনও কাজই করা হয়নি।

রবিবার সকালে এলাকাবাসী এই অভিযোগ সামনে এনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের দাবি, সম্পূর্ণ অর্থই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাতির তান্ডবে গুরুতর জখম এক ব্যক্তি আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। ফের বন্য হাতির আক্রমণের ঘটনা সামনে এল তেলিয়ামুড়ায়। চাকমাঘাটের চামপ্লাই এলাকায় গরু চরাতে গিয়ে দাঁতাল হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ধনঞ্জয় বিশ্বাস (ষাটোর্ধ)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরের দিকে গরু চরানোর সময় আচমকা হাতির সামনে পড়ে যান ধনঞ্জয় বিশ্বাস। হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচতে তিনি পাশের একটি খাঁদে ঝাঁপ দেন। এতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন।

পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসকদের মতে, তাঁর অবস্থা গুরুতর।

এদিকে, এলাকায় ফের দাঁতাল হাতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রাসাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। তিপ্রাসাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব রয়েছে বলেই তাদের ভাঙা অনেকটাই সহজ হয়ে পড়েছে। ধলাই জেলার হামাল সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ মন্তব্য করেন তিপরা মথর সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদ্যোত অভিযোগ করেন, সম্প্রদায়ের নামে তিপ্রাসাদের ঐক্যের ভিত্তি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমাদের কাছে ধর্ম গৌণ বিষয়। প্রথমত এবং মুখ্যত আমাদের কাছে প্রধান বিষয় জাতি। জাতিই আমাদের কাছে মুখ্য।

প্রদ্যোত আরও বলেন, তিনি তিপ্রাসাদের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম কিংবা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে নয়। তাঁর অভিযোগ, কিছু মহল ধর্মকে সামনে রেখে ষড়যন্ত্র করছে এবং সমাজে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি আহ্বান জানান, যারা ধর্মের নামে ষড়যন্ত্র করছে, তাদের সব ধরনের চক্রান্ত ঐক্যবদ্ধভাবে বাতিল করতে হবে। তিপ্রাসাদের স্বার্থে সবাইকে একত্রিত থাকার উপর জোর দেন তিনি।

এডিসির উন্নয়নে বামফ্রন্টই বিকল্প ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। এডিসি এলাকার উপজাতিদের প্রকৃত কল্যাণ যদি প্রতিপক্ষের একটি বড় অংশ সত্যিই চায় তাহলে বামফ্রন্টের সঙ্গে সামিল হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনও বিকল্প নেই। আজ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই) রাজনগর অঞ্চল সম্মেলনে রক্তদান শিবিরে এমনটাই বললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআই(এম)-এর প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

আজ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই) রাজনগর অঞ্চল সম্মেলন উপলক্ষ্যে রবিবার আগরতলার ছাত্রযুব ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরটি পরিদর্শনে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এবং সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী। রক্তদান শিবিরে যুবসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

শিবির পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মানিক সরকার রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত কোনও নির্বাচনেই সাধারণ মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। নির্বাচন ব্যবস্থাকে কার্যত নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন।

শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলে মানিক সরকার বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষাক্ত খাবার খেয়ে অসুস্থ শিশু অনিকেত সাহায্যের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রতাপগড়ের সুভাষ নগর এলাকায় কিছুদিন আগে বিষাক্ত খাবার খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশু অনিকেত। বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালের শিশু বিভাগের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি অনিকেতকে বহিরাজ্যে রেফার করা হয়েছে। তবে পরিবারের আর্থিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনরেগা আইন পুনর্বহালের দাবিতে

১৬ ফেব্রুয়ারি লোকভবন অভিযান কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। মনরেগা আইন পুনর্বহালের দাবিতে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি লোকভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে মন রেগা বাঁচাও কর্মসূচিকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। বৈঠকে রাজ্যের মনরেগা প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আশীষ কুমার সাহা বলেন, গত ১০ জানুয়ারি থেকে গোটা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও মনরেগা বাঁচাও কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া হকারদের উচ্ছেদ অভিযান সম্পূর্ণ অমানবিক ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া হকারদের উচ্ছেদ অভিযান সম্পূর্ণ অমানবিক। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, শহরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে যেভাবে পুর নিগম উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে তা অত্যন্ত অমানবিক ও বর্বরোচিত। যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তারা সকলেই গরিব নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য। দিনমজুরি কিংবা ছোটখাটো ব্যবসার উপর নির্ভর করেই তাঁদের সংসার চলে। তাঁর দাবি, এই মানুষগুলোর রুজি-রোজগারের একমাত্র অবলম্বন কেড়ে নেওয়া মানে তাঁদের পরিবারকে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া। তিনি অভিযোগ করেন, রাতের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদের জন্য এক মাসের মধ্যে ঘর নির্মাণের আশ্বাস মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। হাওড়া মার্কেট ভাঙার পর শুক্রবার বাজার এলাকা পরিদর্শনে যান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। পরিদর্শনকালে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন।

মেয়র জানান, উচ্ছেদ হওয়া হাওড়া মার্কেটে যেসব ব্যবসায়ীর বৈধ লাইসেন্স ছিল, তাঁদের জন্য নতুন করে ব্যবসা পরিচালনার উপযোগী ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হবে। আগামী এক মাসের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

আগরতলা শহর এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৩ কোটির গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি।। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার নেতৃত্বে এক বৃহৎ অভিযান চালিয়ে বনাঞ্চলে অবৈধ গাঁজা চাষ ধ্বংস করা হয়েছে। সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলা এই অভিযানে মতিনগর, ধনীপুর ও কুলুবাড়ি সংলগ্ন বনভূমিতে তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানে মোট ৩৫টি প্লট থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হকার উচ্ছেদ নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ

বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই বাম আমলে হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। হাস্যকর ব্যাপার আজ তাঁরাই হকার উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে কথা বলছেন আজ পুর নিগমের উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হকারদের যেমন ব্যবসার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষেরও ফুটপাত দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচলের অধিকার আছে। এই দু'টি বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়েই আগরতলা পুর নিগমের তরফে বিকল্প ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাম আমলে অবৈধভাবে পুর নিগম এলাকায় হকারদের বসতে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই একই সরকারের আমলেই কোনও বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই তাঁদের উচ্ছেদ করা হয়। আজ ক্ষমতায় ফেরার জন্য বিরোধীরা এই বিষয় নিয়ে নাটক করছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার আইন মেনে এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে সমস্যার সমাধান করতে চায়, যাতে হকারদের জীবিকা যেমন সুরক্ষিত থাকে, তেমনি শহরের স্বাভাবিক চলাচলও বজায় থাকে।

CMYK

Page 1.pmd 1 09-02-2026, 01:08

জাগরণ
আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২৬মাঘ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যার পরিবর্তনে উদ্বেগ

জনসংখ্যার পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয়। সময়ের সাথে সাথে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশের জনসংখ্যার আকার, গঠন এবং বিন্যাসে যে রূপান্তর ঘটে, তাহাকেই জনসংখ্যার পরিবর্তন বলা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সংকট বা চ্যালেঞ্জ নিয়া বিশ্বজুড়িয়া উদ্বেগ বাড়িতেছে।উদ্ভূত উদ্বেগের বিষয়গুলো জনসংখ্যার পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক
সাধারণত তিনটি উপাদানের ওপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা পরিবর্তিত হয়। জন্মহার : উচ্চ জন্মহার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে।মৃত্যুহার : আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলে মৃত্যুহার কমিয়া যাওয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ।অভিগমন : উন্নত জীবনের আশায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষের স্থানান্তর (যেমন: গ্রাম থেকে শহরে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে) জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলাইয়া দেয়।জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি বা অস্বাভাবিক হ্রাসউভয়ই অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জিং হইতে পারে।

দেশের অভ্যন্তরীণ প্রসঙ্গে কথা বলিতে গিয়া জনসংখ্যার পরিবর্তন নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রধান মোহন ভাগবত। তাঁহার দাবি, অতীতে সরকার এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। জন্মহার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকে তিনি জনসংখ্যাগত ভারসাম্য বদলের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। জনগণকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে সহায়তা করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন মোহন ভাগবত।মুম্বইয়ে আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত দু''দিনের বক্তৃতামালার দ্বিতীয় দিনে রবিবার এই মন্তব্য করেন মোহন ভাগবত। 'সংঘের শতবর্ষের যাত্রা: নতুন দিগন্ত' শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল ওরলির নেহরু সেন্টারে। সেখানে অনুপ্রবেশের ঘটনা নিয়া সরব হইয়ছেন আরএসএস প্রধান। তিনি বলেন, ''পূর্বতন সরকার দেশের জনসংখ্যা, বাড়ন্ত অনুপ্রবেশ নিয়া মাথা ঘামায়নি। সেই কারণেই ডেমোগ্রাফি এতটা বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রতিটি বিষয় নিয়েই তৎপর। তাহারা কাজ শুরু করিয়াছে। সফলও হইবে।'' তিনি আরও জোর দিয়া বলেন, ''অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সরকারের অনেক কিছু করিবার আছে। তাহাদের সনাক্ত করিয়া বিতাড়িত করিতে হইবে।'' তিনি যোগ করেন, ''ভারতকে এখন আর ভাঙা যাইবে না। যাসারা ভারতকে ভাঙার চেষ্টা করিবে, তাহারাই ভাঙিয়া যাইবে।''মোহন ভাগবত বলেন, ''যখন জনগণনা বা এসআইআর প্রক্রিয়া চলে, তখন অনেক ব্যক্তির নাম বেরিয়ে আসে যারা এই দেশের নাগরিক নয়; তারা এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়িয়া যায়।'' তিনি পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বর্তমানে চলা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। জনগণের উদ্দেশ্যে আরএসএস প্রধান বলেন, ''আমরা সনাক্তকরণ করে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করিতে পারি। আমাদের কোনও বিদেশিকে চাকরি দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ আমাদের দেশের হয়, আমরা তাহাদেরই চাকরি দেব, কিন্তু বিদেশিদের নয়। আপনাদের আরও সতর্ক এবং সচেতন হওয়া উচিত।''

তেলেঙ্গানা পুরসভা নির্বাচনে জন সেনা পার্টির ৩৩৬ প্রার্থী

হায়দরাবাদ : অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণের নেতৃত্বাধীন জন সেনা পার্টি আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে চলা তেলেঙ্গানা পুরসভা নির্বাচনে ৩৩৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। জন সেনা পার্টি জানিয়েছে, তাদের মনোনীত ৩৩৬ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসাররা গ্রহণ করেছেন। জন সেনা প্রার্থীরা দলীয় প্রতীক 'গ্লাস টাম্বলার' চিহ্নে নির্বাচন লড়ছেন।

দলটি তেলেঙ্গানার ১১টি জেলার মোট ৩৩৬টি ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এর মধ্যে নিজামাবাদ জেলায় সর্বাধিক ৪৮ জন প্রার্থী, নালগোন্ডায় ৪৬ জন, মহাবুবনগরে ৪৪ জন এবং আদিলাবাদ জেলায় ৩৯ জন প্রার্থী লড়াইয়ে রয়েছেন। তেলেঙ্গানার ১১৬টি পৌরসভা এবং সাতটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এই সমস্ত শহুরে স্থানীয় সংস্থায় মোট ২,৯৯৬টি ওয়ার্ড রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে টিডিপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের অংশ হলেও তেলেঙ্গানা পুরসভা নির্বাচনে জন সেনা পার্টির সঙ্গে বিজেপির কোনও আনুষ্ঠানিক জোট নেই। এর আগেই তেলেঙ্গানা বিজেপি ঘোষণা করেছিল যে তারা এককভাবে নির্বাচন লড়বে।

তবে জন সেনা পার্টি জানিয়েছে, আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি পবন কল্যাণ জন সেনা ও বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে অংশ নেবেন। দলটির দাবি, তেলেঙ্গানার স্বার্থ এবং তৃণমূল স্তরে শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জন সেনা ও বিজেপি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে প্রার্থী দিয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এনডিএ-র পক্ষে প্রচারে নামবেন জন সেনা প্রধান পবন কল্যাণ। তাঁর বিস্তারিত প্রচারসূচি পরে ঘোষণা করার কথা থাকলেও, এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে নতুন কোনও তথ্য না আসায় তাঁর সফর নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

এদিকে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, পুরসভা নির্বাচনে মোট ১২,৯৪৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। এর মধ্যে ১৪ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। শাসক কংগ্রেসের ১২ জন এবং প্রধান বিরোধী দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-এর দুই জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন।

মুম্বই পুরমেয়র পদে মহাযুতির প্রার্থী বিজেপির ঋতু তাওড়ে, উপ-মেয়র শিবসেনার সঞ্জয় শঙ্কর ঘাড়ি

মুম্বই : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মুম্বই পুরমেয়র পদে তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল মহাযুতি জোট। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ঋতু তাওড়েকে মুম্বইয়ের পরবর্তী পুরমেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। একই সঙ্গে উপ-মেয়র পদের জন্য শিবসেনা (একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠী)-র সঞ্জয় শঙ্কর ঘাড়ির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) সহ মোট ২৯টি পুরসভা ও নাগরিক সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৫ জানুয়ারি। ওই নির্বাচনে বিএমসিতে বিজেপি ৮৯টি আসন জয় করে, অন্যদিকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা পায় ২৯টি আসন। ফলে দুই দলের জোট মিলিয়ে ১৪৪ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার গণ্ডি পেরিয়ে যায় মহাযুতি।

২২ জানুয়ারি পুরমেয়র পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মুম্বইয়ে এবারের পুরমেয়র হবেন সাধারণ শ্রেণির একজন মহিলা। সেই অনুযায়ী ঋতু তাওড়ের নাম চূড়ান্ত করা হয়। মুম্বইয়ের পাশাপাশি পুনে, ধুলে, নান্দেদ-ওয়াঘালা এবং নবি মুম্বইতেও সাধারণ শ্রেণির মহিলা পুরমেয়র নির্ধারিত হয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে মহাযুতি জোটের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ভোটের পরপরই একনাথ শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনার কাউন্সিলরদের বান্দ্রার একটি হোটেলে স্থানান্তর ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়। পাশাপাশি শেষ মুহূর্তে দলবদলের আশঙ্কাও জোটকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।নির্বাচনের পর জোট সমীকরণে একাধিক পরিবর্তন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। বিশেষ করে কল্যাণ-ডোম্বিভলি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার (এমএনএস) শিবসেনাকে সমর্থন দেওয়া রাজ্য রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করে।এছাড়াও বিজেপি ও কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ দলের কাউন্সিলরদের টানার অভিযোগ তোলে। এই সমস্ত নাটকীয়তার মাঝেই শেষ পর্যন্ত মুম্বই পুরমেয়র ও উপ-মেয়র পদের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল মহাযুতি।

ভারতের সার্বভৌম এআই কৌশল সফলতার পথে : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রবিবার জানিয়েছেন, ভারতের সার্বভৌম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল গঠনের কৌশল ইতিমধ্যেই বাস্তব ফল দিতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া এআই মিশনের আওতায় গৃহীত উদ্যোগ এবং দেশীয় স্টার্টআপ সারভাম এআই-এর সাম্প্রতিক উন্নত এআই মডেল প্রকাশ এই অগ্রগতির স্পষ্ট প্রমাণ।

এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ প্রকাশিত এক পোস্টে মন্ত্রী জানান, সরকারের সার্বভৌম এআই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সারভাম এআই যে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এআই মডেল প্রকাশ করেছে, তার প্রশংসা করেছেন এমনকি কঠোর সমালোচকরাও। তাঁর মতে, এই সাফল্য ভারতের স্বদেশি এআই ইকোসিস্টেমের ক্রমবর্ধমান পরিণতিকে প্রতিফলিত করে।

গত বছর ৬৭টি প্রস্তাবের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে সারভাম এআই-কে ভারতের প্রথম ফাউন্ডেশনাল এআই মডেল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই স্টার্টআপটি ভারতীয় ভাষাগুলিকে কেন্দ্র করে উন্নত টেক্সট-টু-স্পিচ, স্পিচ-টু-টেক্সট এবং অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রেকগনিশন মডেল তৈরি করেছে।

অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেন, এসব অগ্রগতির পাশাপাশি তরুণ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স, স্বাস্থ্যসেবা এবং সাইবার সিকিউরিটির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী এআই অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করছেন। এই উদ্ভাবনগুলি তাদের প্রভাব ও মৌলিকতার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ স্বীকৃতি পাবে বলে তিনি আশাবাদী।

২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সারভাম এআই-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্রত্যুষ কুমার ইন্ডিয়া এআই মিশনের অধীনে বহুভাষিক এআই সিস্টেম প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে ছিল ভারতীয় ভাষার জন্য বিশেষভাবে নকশা করা দেশের প্রথম সার্বভৌম ফাউন্ডেশনাল লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল।

উল্লেখ্য, কেন্দ্র সরকার ২০২৪ সালে ১০,৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ইন্ডিয়া এআই মিশনের অনুমোদন দেয়, যা পাঁচ বছরে বাস্তবায়িত হবে। এই মিশনের লক্ষ্য হল ফাউন্ডেশনাল মডেল, গবেষণা, উদ্ভাবন, পরিকাঠামো ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের এআই সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় স্টার্টআপগুলিকে সামাজিক কল্যাণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এআই স্টার্টআপগুলির সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এআই-কে সাশ্রয়ী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ করার উপর জোর দেন এবং দেশীয় বিষয়বস্তু ও আঞ্চলিক ভাষা-ভিত্তিক মডেল উন্নয়নের আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেছেন, আগামী ১৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারত আয়োজন করবে 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬'। এই সম্মেলনের মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রযুক্তি অঙ্গনে ভারতের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে ধ্বংস মাওবাদীদের বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ

রায়পুর : ছত্তিশগড়ের মাওবাদী প্রভাবিত বাস্তার অঞ্চলে নকশাল কার্যকলাপে বড় ধাক্কা দিয়ে নারায়ণপুর পুলিশ ও ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-এর যৌথ অভিযানে মাওবাদীদের নির্মিত একটি বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই স্মৃতিস্তম্ভটি ছিল কুতুল এলাকার ফার্সগাঁও গ্রামে, যা দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনি নকশাল কার্যকলাপের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। 'মাড় বাঁচাও' নামে চলমান নকশাল-বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়। কেন্দ্র সরকার ও ছত্তিশগড় সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল বামপন্থী উগ্রবাদ নির্মূল করে একটি নকশাল-মুক্ত, শক্তিশালী বাস্তার গড়ে তোলা।

পুলিশ আধিকারিকরা জানান, এলাকা দখল ও নকশাল-বিরোধী তৎপরতার অংশ হিসেবে কুতুল, ফার্সগাঁও ও সংলগ্ন গভীর অরণ্য এলাকায় যৌথ বাহিনী অভিযান চালায়। টহল চলাকালীনই কোহকামেটা থানার অন্তর্গত ও কুতুল পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রের আওতাধীন ফার্সগাঁও গ্রামে মাওবাদীদের তৈরি এই বৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভের সন্ধান পাওয়া যায়।

জাম্বো এক্সকাভেটরের মতো ভারী যন্ত্র ব্যবহার করে নিরাপত্তা বাহিনী দ্রুত ওই কাঠামোটি ভেঙে ফেলে। এই পদক্ষেপকে মাওবাদীদের আদর্শগত আধিপত্য কায়েমের প্রচেষ্টা ও দূরবর্তী গ্রামগুলিতে তাদের প্রভাব প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নিরাপত্তা সূত্রে জানানো হয়েছে, এই ধরনের স্মৃতিস্তম্ভগুলি প্রায়ই নিহত মাওবাদী ক্যাডারদের মহিমান্বিত করতে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ভয় দেখানোর জন্য প্রচারমূলক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত।

এই অভিযান আবুঝমাড় অরণ্য, যা দীর্ঘদিন ধরে মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিতসেখান থেকে উগ্রবাদীদের প্রভাব মুক্ত করার বৃহত্তর পরিকল্পনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। একই সঙ্গে এলাকাজুড়ে নতুন নিরাপত্তা শিবির স্থাপন, রাস্তা ও সেতু নির্মাণে গতি আনা এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

প্রশাসনের দাবি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের সমন্বিত উদ্যোগে স্থানীয় আদিবাসী জনগণের আস্থা বাড়ছে। বহু মানুষ এখন স্বেচ্ছায় গোয়েন্দা তথ্য দিচ্ছেন এবং মাওবাদীদের চাঁদাবাজি ও নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রত্যাখ্যান করছেন। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে 'মাড় বাঁচাও' অভিযান উল্লেখযোগ্য গতি পেয়েছে। অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি একাধিক আত্মসমর্পণ ও নতুন ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপত্তা বলয় আরও মজবুত হয়েছে।

পুলিশের বক্তব্য, এই ধরনের অভিযান শুধু সন্ত্রাসের প্রতীক ধ্বংস করেই থেমে থাকে না, বরং প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও অর্থনৈতিক সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার পথও প্রশস্ত করে। এই সর্বশেষ অভিযান নারায়ণপুর ও আশপাশের জেলাগুলিতে মাওবাদীদের প্রভাব ভাঙার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দৃঢ় সংকল্পকে স্পষ্ট করেছে এবং আদিবাসী সমাজকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মণিপুরে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের রোডম্যাপ পর্যালোচনা মুখ্যমন্ত্রী ইউমনম খেমচন্দ সিংহ-র

ইম্ফল : মণিপুরের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী ইউমনম খেমচন্দ সিংহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার প্রচারের লক্ষ্যে একটি উচ্চ-স্তরের পর্যালোচনা বৈঠক পরিচালনা করেছেন। বৈঠকটি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের ক্যাবিনেট হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে রাজ্যের কৃষি ও উদ্যানপালন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও বৈচিত্র্যময়, টেকসই কৃষি চর্চার ওপর জোর দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে হিল জেলাগুলিতে বিকল্প ফসলের চাষের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কৃষি কার্যক্রমও সক্রিয়ভাবে প্রচার করার নির্দেশ দেন, যাতে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামীণ জীবিকা মজবুত হয়।

বৈঠকে রাজ্যের কৃষি ও উদ্যানজাত পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা, মান বৃদ্ধি ও বাজার সংযোগকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মূল উপায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও, চাষের কার্যক্রমকে পশুপালন, মৎস্যচাষ ও উদ্যানপালনের সঙ্গে সংহত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়, যাতে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হয় এবং জলবায়ু ও বাজার ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তিশালী হয়।

মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হতে পারে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হিল ও ভ্যালি উভয় অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব ড. পুনীত কুমার গোয়েল, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বিবেক কুমার দেওয়ানগন, মুখ্যমন্ত্রীর কমিশনার এন. অশোক কুমার, উদ্যানপালন ও মাটি সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক কে. দেবদত্ত শর্মা, কৃষি বিভাগের পরিচালক পিটার সালাম এবং অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা।

মথুরায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে দ্রুতগতির ট্রাকের ধাক্কায় ছয় জনের মৃত্যু

মথুরা : উত্তরপ্রদেশের মথুরায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে শনিবার ভোররাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। দ্রুতগতির একটি ট্রাক যাত্রীদের উপর উঠে গেলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ছয় জন, জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

এই দুর্ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনাটি ঘটে ভোর আনুমানিক ২টা ৪৫ মিনিটে, সুরির থানা এলাকার অধীনে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের মাইলস্টোন ৮৮-এর কাছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, দিল্লি থেকে কানপুরগামী একটি বাসে করে যাত্রা করছিলেন মৃত ও আহতরা। পথিমধ্যে বাসটি অল্প সময়ের জন্য এক্সপ্রেসওয়ের ধারে দাঁড়ায়। সেই সময় কয়েকজন যাত্রী বাস থেকে নেমেছিলেন। অভিযোগ, ট্রাকচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের উপর ট্রাকটি তুলে দেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহত ব্যক্তির পরিচয় অমর দুবে বলে জানা গেছে। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নিহতদের মধ্যে চার জনের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে। তাঁরা হলেন, আওরাইয়ার বাসিন্দা সোনু, বাস্তির দেবেশ, কানৌজের আসলাম এবং দিল্লির প্রেম নগরের সন্তোষ। বাকি নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

মথুরার সিনিয়র পুলিশ সুপার শ্লোক কুমার বলেন, আজ ভোর প্রায় ২টা ৪৫ মিনিটে দিল্লি থেকে গ্রামীণ কানপুরগামী একটি বাস যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের ধারে দাঁড়িয়েছিল। কয়েকজন যাত্রী শৌচকার্যের জন্য নেমেছিলেন। সেই সময় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীদের পিষে দেয়। এতে ছয় জনের মৃত্যু হয় এবং একজন আহত হন।

মথুরার জেলাশাসক সি. পি. সিং জানান, চালকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে ঘটনাস্থলেই ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন আহত হলেও তিনি চিকিৎসার পর বিপন্মুক্ত। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন, হঠাৎ কী ঘটল বুঝতেই পারিনি। বাস থেমেছিল, কয়েকজন যাত্রী নেমেছিলেন। আচমকা ট্রাক ধাক্কা মারতেই চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে মামলা রুজু করেছে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

সাহস ও কার্যক্ষম দক্ষতার স্বীকৃতি: দক্ষিণ কমান্ডের উদ্যোগে ৩৪ জন ও ৩৩টি ইউনিট সম্মানিত

আমদাবাদ : ভারতীয় সেনাবাহিনীর দক্ষিণ কমান্ডের উদ্যোগে ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি আমদাবাদে অনুষ্ঠিত হল অভিষেক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দেশের সেবায় বীরত্ব, সাহসিকতা ও অসাধারণ পেশাদারিত্বের জন্য সেনাবাহিনীর ৩৪ জন সদস্য এবং ৩৩টি ইউনিটকে সম্মানিত করা হয়।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, দক্ষিণ কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরজ সেঠ ব্যক্তিগত বীরত্ব, দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠা ও পেশাদার উৎকর্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৪ জন বিশিষ্ট সেনা সদস্যকে পুরস্কার প্রদান করেন। পাশাপাশি অপারেশনাল দক্ষতা, পেশাগত সাফল্য ও অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য ৩৩টি ইউনিটকে "জিওসি-ইন-সি, সাউদার্ন কমান্ড ইউনিট সাইটেশন" প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সেনা কমান্ডারের সম্মানে একটি আনুষ্ঠানিক গার্ড অব অনার অনুষ্ঠিত হয়, যা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরজ সেঠ বলেন, এই ইনভেস্টিচার সেরেমনি ব্যতিক্রমী সাহস, নিঃস্বার্থ সেবা এবং পেশাগত উৎকর্ষতার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য। তিনি উল্লেখ করেন, এই অনুষ্ঠান দেশরক্ষায় শহিদ সেনাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এবং প্রাক্তন সেনাদের গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার থেকে অনুপ্রেরণা জোগায়।দক্ষিণ কমান্ডের প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে তিনি জানান, সাম্প্রতিক অপারেশন ও সামরিক মহড়ায় কমান্ডের উচ্চমাত্রার অপারেশনাল প্রস্তুতি, যৌথতা (জয়েন্টম্যানশিপ) এবং বহু-মাত্রিক সক্ষমতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি অপারেশনাল প্রস্তুতি, প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন, যাতে জাতীয় নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হয়।অনুষ্ঠান চলাকালীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিশিষ্ট প্রাক্তন সেনাদের 'ভেটেরান অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। এছাড়াও অস্ত্র ও সরঞ্জাম প্রদর্শনীতে আধুনিক অস্ত্র, সিস্টেম ও প্ল্যাটফর্ম তুলে ধরা হয়, যা 'ডিকেড অব ট্রান্সফরমেশন'-এর আওতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর চলমান আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তি সংযোজনের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।এই অনুষ্ঠানে ঊর্ধতন সামরিক ও বেসামরিক আধিকারিক, প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা, আমন্ত্রিত অতিথি, বীর নারি ও বীর মাতা উপস্থিত ছিলেন। গম্ভীর গর্ব ও জাতীয় শ্রদ্ধাবোধে পরিপূর্ণ এই আয়োজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মূল মূল্যবোধসাহস, শৃঙ্খলা, আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সেবার পুনরুচ্চারণ করে।

নতুন ফেলোশিপ ও আইআইটি অংশীদারিত্বে সবুজ হাইড্রোজেন সহযোগিতা জোরদার করল ভারত ও নেদারল্যান্ডস

নয়াদিল্লি : পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গবেষণায় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও গভীর করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল ভারত ও নেদারল্যান্ডস। এ লক্ষ্যে শুক্রবার ইন্ডিয়া --- নেদারল্যান্ডস হাইড্রোজেন ফেলোশিপ প্রোগ্রামের সূচনা করা হয় এবং নেদারল্যান্ডসের ইউনিভার্সিটি অব গ্রোনিনজেন ও ভারতের ১৯টি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি)-র মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর (ডিএসটি)-র সহায়তায় গৃহীত এই উদ্যোগগুলির উদ্দেশ্য হল সবুজ হাইড্রোজেন প্রযুক্তিতে গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং বাস্তব প্রয়োগমুখী উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করা। পরিচ্ছন্ন জ্বালানির পথে ভারতের রূপান্তরে সবুজ হাইড্রোজেন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত।

হাইড্রোজেন ফেলোশিপ প্রোগ্রামের নির্দেশিকা ও প্রস্তাব আহ্বান বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়েছে। এটি একটি জাতীয় সক্ষমতা-বৃদ্ধি কর্মসূচি, যেখানে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের যোগ্য ডক্টরাল, পোস্ট-ডক্টরাল ও শিক্ষকরা আবেদন করতে পারবেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নেদারল্যান্ডসের উন্নত হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেমে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন। এর মূল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন, নিরাপত্তা, টেকনো-ইকোনমিক বিশ্লেষণ, লাইফ-সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট এবং দেশীয়করণের সম্ভাব্য পথ।

কর্মসূচির সূচনাকালে ডিএসটি সচিব অধ্যাপক অভয় করণদিকার বলেন, গবেষণাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগে রূপান্তরিত করতে লক্ষ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সক্ষমতা-বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত কঠিন শিল্পক্ষেত্রগুলির জন্য।ভারতে নেদারল্যান্ডসের ডেপুটি অ্যাম্বাসাডর হুইব মাইনহারেন্ডস বলেন, হাইড্রোজেন গবেষণা ও শক্তি রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভারত ও নেদারল্যান্ডসের অগ্রাধিকারের মধ্যে স্পষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব গ্রোনিনজেনের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. জুকে ডি ভ্রিস বৈশ্বিক জ্বালানি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক অংশীদারিত্বের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।একই সঙ্গে ডিএসটি-র উপস্থিতিতে ইউনিভার্সিটি অব গ্রোনিনজেন ও ১৯টি আইআইটির মধ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে হাইড্রোজেন ও সবুজ জ্বালানি গবেষণায় দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক সহযোগিতার কাঠামো গড়ে উঠবে। এর আওতায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়, যৌথ গবেষণা প্রকল্প এবং জ্ঞান আদান-প্রদান সম্ভব হবে, যদিও এতে স্বয়ংক্রিয় আর্থিক প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত নয়।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ফেলোশিপ ও একাডেমিক অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হল গবেষণার ফলাফলকে সরাসরি ভারতের জাতীয় পরিচ্ছন্ন জ্বালানি অগ্রাধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশন, ২০৪৭ সালের মধ্যে শক্তি স্বনির্ভরতা এবং ২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো নির্গমন লক্ষ্য।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইআইটি গোয়ার ডিরেক্টর অধ্যাপক ধীরেন্দ্র এস. কট্টি, আইআইটি ধরওয়াদের ডিরেক্টর অধ্যাপক ভেঙ্কাপ্পাইয়া আর. দেশাই, ডিএসটি-র সিইএসটি বিভাগের প্রধান ড. অনিতা গুপ্তা, ডিএসটি-র সিনিয়র ডিরেক্টর ও প্রোগ্রাম অফিসার ড. রঞ্জিত কৃষ্ণ পাই সহ বিভিন্ন আইআইটির প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা।মন্ত্রক জানিয়েছে, এই উদ্যোগগুলি ভারত—নেদারল্যান্ডস বৈজ্ঞানিক সহযোগিতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি উদীয়মান বৈশ্বিক হাইড্রোজেন অর্থনীতির জন্য ভারতের মানবসম্পদকে আরও শক্তিশালী করবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

যুব-নেতৃত্বাধীন জাতীয় জলবায়ু উৎসব সম্পন্ন

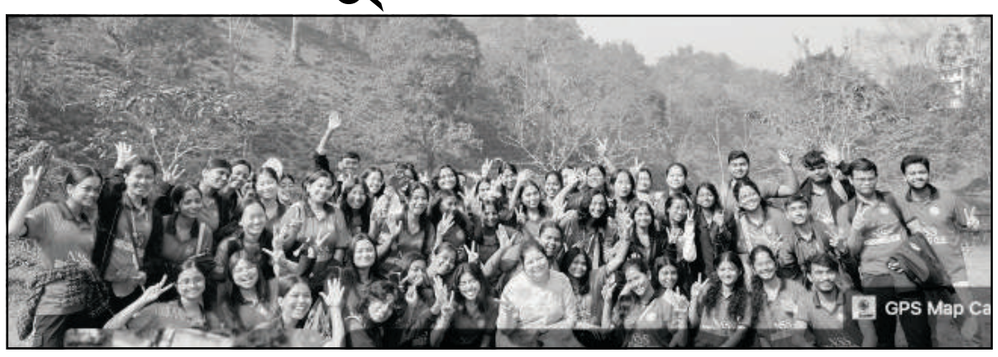

গুয়াহাটি, ৮ ফেব্রুয়ারি:ফেস্টিভ্যালস অব লাইফ: হোয়্যার দ্য রিভার্স, ফরেস্টস অ্যান্ড মাউন্টেনস আর" - এই প্রতিপাদ্য নিয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের জলবায়ু উৎসব সম্প্রতি আসামের সোনাপুরে অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়, বেঙ্গালুরু-এর উদ্যোগে এবং অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ ও ডব্লিউ ডব্লিউ এফ-ইন্ডিয়া - অসম ও অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য কার্যালয়এর সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবটি ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন সংস্থার জন্য উন্মুক্ত ছিল। "ফেস্টিভ্যালস অব লাইফ" একটি অভিনব শিক্ষা উদ্যোগ। ভারতীয় উৎসব-পরম্পরা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এই উদ্যোগ প্রকৃতির আনন্দ উদযাপনের পাশাপাশি সুস্থায়ী উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। বহুমাত্রিক সংবেদনশীল উপস্থাপনার মাধ্যমে দর্শনার্থীরা দৃশ্য, গল্প, পরিবেশনা, চলচ্চিত্র এবং ইন্টার‍্যাক্টিভ সেশনের মাধ্যমে পরিবেশগত বিষয়গুলোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। এই উদ্যোগের সূচনা হয় বার্ষিক উৎসব সিরিজ হিসেবেরিভার্স অব লাইফ (২০২২), ফরেস্টস অব লাইফ (২০২৩), মাউন্টেনস অব লাইফ (২০২৪) এবং কোস্টস অ্যান্ড ওশানস অব লাইফ (২০২৫)। শুরু থেকে এ পর্যন্ত এই উৎসব ধাপে ধাপে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ইন্টার‍্যাক্টিভ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষানুভবের মাধ্যমে আশি হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও নাগরিককে সম্পৃক্ত করেছে। 'ফেস্টিভ্যালস অব লাইফ'-এর কেন্দ্রে রয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৩০০ জন তরুণ ইন্টার্ন, যারা নানা ইকোসিস্টেমে ভ্রমণ করে তাদের পর্যবেক্ষণকে সৃজনশীল জনশিল্প ইনস্টলেশনের মাধ্যমে নথিভুক্ত করেছে। তাদের কাজই প্রদর্শনীর মূল ভিত্তি, যা পরিবেশগত পরিবর্তন নিয়ে অভিজ্ঞতা ও তৃণমূলস্তরের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এই প্রথম 'ফেস্টিভ্যালস অব লাইফ' অসমে আয়োজিত হলো। এতে নদী, বন ও পর্বতএই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী বার্ষিক সংস্করণগুলোর নির্বাচিত কাহিনি একত্রে একটি প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই উৎসব শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছেযেখানে তারা ইকোলজিক্যাল সিস্টেমগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং জীববৈচিত্র্য, সংস্কৃতি, জীবিকা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গঠিত আন্তঃসংযুক্ত ভূদৃশ্য হিসেবে বুঝতে পারে। অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্বে এই উদ্যোগ পরিচালিত হয়েছে, যার লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা ও কৌতূহল সৃষ্টি করা। 'ফেস্টিভ্যালস অব লাইফ' প্রদর্শনীটি চলতি বছর জুড়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৮তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে কমলপুরে রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি: ঠাকুর শ্রী শ্রী অনুকূলচন্দ্রের ১৩৮তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির সূচনা হয়েছে কমলপুর মহকুমায়। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

জানা গেছে, আগামীকাল ৮ ফেব্রুয়ারি কমলপুর মহকুমার শান্তিরবাজারে মহকুমা ভিত্তিক 'শ্রেয় নিধায়নী উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে, যা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৮তম আবির্ভাব বর্ষ উদযাপনের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। এই উৎসবকে সামনে রেখে এদিন শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুরের আশ্রিতরা হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে রোগীদের হাতে ফল ও মিষ্টি তুলে দেন এবং তাদের সুস্থতা কামনা করেন।

এই অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যায় আশ্রিতদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি তাঁরা আগামীকাল আশ্রমে অনুষ্ঠিত হওয়া উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আমন্ত্রণ জানান।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উৎসব পরিচালন কমিটির সম্পাদক লিটন দেব সহ অন্যান্য সদস্যরা। সামাজিক ও মানবিক বার্তার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি পালন করা হয় বলে জানান উদ্যোক্তারা।

১৮ বছরের নীচে শিশুদের মঠে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করল চিন সরকার

বেজিং, ৮ ফেব্রুয়ারি : তিব্বতি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনে আরও কড়াকড়ি আরোপ করল চিন সরকার। ১৮ বছরের কম বয়সি শিশুদের মঠে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তিব্বতি সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘনের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মানবাধিকারকর্মী ও গবেষকরা।

তিব্বত ও প্রবাসী তিব্বতিদের নিয়ে কাজ করা সংবাদমাধ্যম ফায়ুল জানিয়েছে, চীনের মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম উইচ্যাটে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সামনে আসে। ভিডিওতে দেখা যায়, খাম অঞ্চলের একটি মঠের প্রবেশপথে নোটিস টাঙানো রয়েছে, যেখানে স্পষ্ট লেখা ১৮ বছরের নীচে শিশুদের মঠে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে শীতকালীন ছুটির সময়ে, যখন তিব্বতি অঞ্চলে স্কুলগুলি বার্ষিক ছুটির জন্য বন্ধ থাকে। এই সময়ে সাধারণত তিব্বতি শিশুরা বাবা-মায়ের সঙ্গে মঠে যেত। তবে নতুন নির্দেশিকার ফলে পরিবারের সঙ্গে থাকলেও শিশুদের মঠে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

তিব্বত ওয়াচ-এর গবেষক সোনাম তবগিয়াল জানান, এই সিদ্ধান্ত তিব্বতি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ভেঙে দেওয়ার একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টার অংশ। ফায়ুল-কে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তিব্বতে চালু হওয়া একাধিক চিনা নীতি, যেমন তিব্বতি শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক আবাসিক প্রাকপ্রাথমিক স্কুল, ছুটির সময় মঠে তিব্বতি ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করা এবং শীতকালীন ছুটিতে শিশুদের মঠে যাওয়া বন্ধ করা, সব মিলিয়ে শিশুদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক সময়ে সাংস্কৃতিক চর্চা থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই নেওয়া হয়েছে। তবগিয়ালের মতে, এই পদক্ষেপগুলি আসলে একটি "ঔপনিবেশিক প্রকল্প", যার লক্ষ্য তিব্বতি শিশুদের দৈনন্দিন জীবন থেকে তিব্বতি সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে ফেলা।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, তিব্বতি শিশুদের জন্য পরিচালিত রাষ্ট্রায়ত্ত স্কুলগুলিতে অতিরিক্ত প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে, যা চিনা কমিউনিস্ট পার্টির ইউনাইটেড ফ্রন্ট ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের নজরদারিতে চলে। এই দপ্তর মূলত জাতিগত সংখ্যালঘু ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। অভিযোগ অনুযায়ী, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তিব্বতি শিক্ষার্থীদের ওপর আদর্শগত প্রভাব বিস্তার করা হয় এবং জোর পূর্বক ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় চাপিয়ে দেওয়া হয়।সমালোচকদের দাবি, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তিব্বতি শিশুদের মাতৃভাষা ও নিজস্ব পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে চিনা ভাষা, চিনা পরিচয় ও রাজনৈতিক আনুগত্যে অভ্যস্ত করে তোলা হচ্ছে। অনেক অভিভাবক জানিয়েছেন, শীত ও গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পর শিশুরা নিজেদের মধ্যে চিনা ভাষায় কথা বলে, প্রশ্নের উত্তরও চিনা ভাষাতেই দেয় এবং মঠে যেতে ভয় বা দ্বিধা প্রকাশ করে। এই নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক মহলে তিব্বতি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত, জাপানের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে প্রধানমন্ত্রী তাকাইচির শাসক জোট

টোকিও, ৮ ফেব্রুয়ারি : জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির নেতৃত্বাধীন শাসক জোট রবিবার অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় নির্বাচনে নিম্নকক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পথে। এমনই ইঙ্গিত মিলেছে বুথ ফেরত সমীক্ষায়। সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকে এবং অন্যান্য প্রধান টেলিভিশন নেটওয়ার্কের সমীক্ষা অনুযায়ী, তাকাইচির লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি) নেতৃত্বাধীন জোট বিপুল জয় পেতে চলেছে।

এনএইচকে জানিয়েছে, ৪৬৫ আসনের নিম্নকক্ষে, যা জাপানের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী কক্ষ, তাকাইচির শাসক জোট দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন জিততে পারে। নির্বাচনের আগে আসনসংখ্যার তুলনায় এটি হবে বড়সড় উত্থান। এই ফলাফল বাস্তবায়িত হলে, ডানপন্থী নীতিসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী তাকাইচির পথ আরও মসৃণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। চিনের সঙ্গে আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে জাপানের অর্থনীতি ও সামরিক সক্ষমতা জোরদার করা এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করাই তাঁর রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে।

অক্টোবরে দায়িত্ব নেওয়া সানায়ে তাকাইচি জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকা এলডিপি সাম্প্রতিক সময়ে অর্থায়ন ও ধর্মীয় সংযোগ সংক্রান্ত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটেই দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র তিন মাসের মাথায় তিনি আগাম নির্বাচনের ডাক দেন, জনপ্রিয়তার জোয়ার কাজে লাগানোর কৌশল হিসেবে।

ডানপন্থী ও অতিরক্ষণশীল ভাবমূর্তির অধিকারী তাকাইচি "কাজ, কাজ, কাজ"এই স্লোগান তুলে ধরে প্রচারে নেমেছিলেন। তাঁর খেলাচ্ছলে দৃঢ় নেতৃত্বের ধরন বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সমীক্ষাগুলিও নিম্নকক্ষে এলডিপির ভূমিধস জয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিল। বিরোধী শিবিরে নতুন মধ্যপন্থী জোট গঠিত হলেও এবং কট্টর ডানপন্থীদের উত্থান দেখা গেলেও, বিরোধীরা এখনও অত্যন্ত বিভক্ত। ফলে কার্যকর চ্যালেঞ্জ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত।

প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি আশা করেছিলেন, এলডিপি ও তার নতুন সহযোগী জাপান ইনোভেশন পার্টি মিলিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করবে। তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন, যদি তাঁর দল নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, তবে তিনি পদত্যাগ করবেন।

বুথ ফেরত সমীক্ষার এই পূর্বাভাসে জাপানের রাজনৈতিক মহলে তাকাইচির নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সুরজকুণ্ড মেলার জয়রাইড দুর্ঘটনা: অপারেটরের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার দুই

চণ্ডীগড়, ৮ ফেব্রুয়ারি : সুরজকুণ্ড মেলায় জয়রাইড দুর্ঘটনার ঘটনায় হরিয়ানা পুলিশ রবিবার জানিয়েছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গুরুতর গাফিলতির অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং রাইড পরিচালনাকারী সংস্থার মালিকসহ দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ফরিদাবাদের সুরজকুণ্ড মেলায় একটি বিশাল দোলনা ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজ চালানোর সময় কর্তব্যরত পুলিশ ইন্সপেক্টর জগদীশ প্রসাদের মৃত্যু হয় এবং অন্তত ১২ জন আহত হন। এই ঘটনায় হিমাচল ফান কেয়ার কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মহম্মদ শাকিরের বিরুদ্ধে খুন নয় এমন অপরাধজনিত হত্যাকাণ্ডসহ সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের উদ্ধারের চেষ্টা করার সময়ই ইন্সপেক্টর জগদীশ প্রসাদ প্রাণ হারান।

এক পুলিশ মুখপাত্র জানান, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিশ মহাপরিচালক অজয় সিংহালের নির্দেশে ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ক্রাইম)-এর তত্ত্বাবধানে তিন সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করা হয়েছে। এই দলে রয়েছেন সহকারী পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম-২), ক্রাইম ব্রাঞ্চ (এনআইটি)-এর ইনচার্জ এবং সুরজকুণ্ড থানায় কর্মরত সাব-ইন্সপেক্টর সঞ্জয়। তদন্তটি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে চালানো হচ্ছে।

তদন্ত চলাকালীন পুলিশ হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলার টোকা নাংলা গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ শাকিরকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি মেলা প্রাঙ্গণে দোলনা স্থাপনের দায়িত্বে ছিলেন। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের মেরঠ জেলার ধর্মপুরীর বাসিন্দা নীতেশ নামে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হরিয়ানার পুলিশ মহাপরিচালক বলেন, কর্তব্যরত অবস্থায় আহতদের উদ্ধারে ইন্সপেক্টর জগদীশ প্রসাদ যে সাহসিকতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। তাঁর মৃত্যু পুলিশ বিভাগের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি জানান, মৃতের পরিবারকে সব ধরনের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এবং সহানুভূতিশীল নীতির আওতায় পরিবারের একজন যোগ্য সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে।

পুলিশ মহাপরিচালক ফরিদাবাদের সিভিল হাসপাতাল ও সুপ্রিম হাসপাতাল পরিদর্শন করে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।

কর্ণাটকের বিজয়পুরায় ইঞ্জিন ত্রুটির জেরে ভেঙে পড়ল প্রশিক্ষণ বিমান, আহত ক্যাপ্টেন ও ট্রেনি পাইলট

বিজয়পুরা, ৮ ফেব্রুয়ারি : কর্ণাটকের বিজয়পুরা জেলায় রবিবার একটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে বিমানটি ভেঙে পড়লে ক্যাপ্টেন ও এক ট্রেনি পাইলট গুরুতরভাবে আহত হন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রেড বার্ড এভিয়েশন সংস্থার মালিকানাধীন হালকা এই প্রশিক্ষণ বিমানটি বিজয়পুরা জেলার মাঙ্গালোরে গ্রামে দুর্ঘটনায় পড়ে।

দুর্ঘটনার সময় বিমানে মোট দু'জন ছিলেন। দু'জনই আহত হন এবং দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিমানটি একটি খোলা মাঠে আছড়ে পড়ে। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া দৃশ্যে দেখা যায়, মাটিতে আছড়ে পড়ার পর বিমানটি উল্টে যায় এবং সামনের অংশটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনাটি বাবলেশ্বর থানার এলাকার মধ্যে ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের তথ্য জানিয়ে এক তদন্তকারী আধিকারিক বলেন, এটি রেড বার্ড এভিয়েশনের একটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ বিমান। বিমানটি কালাবুরাগি থেকে বেলাগাভির দিকে যাচ্ছিল। পথেই ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় এবং হঠাৎ করে বিমানটি ভেঙে পড়ে। ওই আধিকারিক আরও জানান, বিমানে থাকা দু'জনই ক্যাপ্টেন ও এক ট্রেনি পাইলট। দু'জনেই গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এবং তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে, তিনি বলেন।

শূন্য শুল্কে ভারতীয় কৃষিপণ্য আমেরিকায়, আমেরিকান পণ্যে কোনও ছাড় নেই : শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার বলেছেন, ভারতের কৃষকদের অনেক কৃষিপণ্য এখন যুক্তরাষ্ট্রে শূন্য শুল্কে রপ্তানি করা হবে, তবে আমেরিকার কৃষি পণ্যগুলিকে ভারতীয় বাজারে এই ছাড় দেওয়া হবে না।

কৃষি ও দুগ্ধ খাতে ভারতের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র অনেক কৃষিপণ্যের উপর শুল্ক কমিয়েছে, যাতে ভারতের পণ্য সহজে মার্কিন বাজারে পৌঁছাতে পারে।

শুল্ক কমানো পণ্যের মধ্যে রয়েছে মসলা, চা, কফি, নারকেল, নারকেল তেল, পানের দানা, কাজু, সবজি মোম, অ্যাভোকাডো, কলা, পেয়ারা, আম, কিউই, পাপায়া, আনারস, মাশরুম এবং কিছু শস্য। মন্ত্রী আরও জানান, ২০২৪-২৫ সালে ভারতের কৃষি রপ্তানি ৪.৪৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। বিশেষ করে মসলা রপ্তানি ৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে আমাদের মসলা মার্কিন বাজারে একটি নতুন এবং বড় সুযোগ পাবে, উল্লেখ করেন তিনি।

শিবরাজ সিং চৌহান জোর দিয়ে বলেন, ভারতের কৃষকদের স্বার্থে কোনো আপস করা হয়নি। কোনও এমন পণ্য চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যা কৃষকদের ক্ষতি করতে পারে। সংবেদনশীল পণ্য সবই চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে, সয়াবিন, ভুট্টা, চাল, গম, চিনি, দানাদার শস্য, মুরগি, দুগ্ধজাত পণ্য, কলা, স্ট্রবেরি, চেরি, সাইট্রাস ফল, সবুজ মটর, ছোলা, মুগ, তেলবীজ, ইথানল, তামাক—এর ওপর কোনও শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়নি।

মন্ত্রী বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের প্রধান শস্যগুলি নিরাপদ রাখা। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, এগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা হয়েছে। প্রধান শস্য, প্রধান ফল ও দুগ্ধজাত পণ্যের জন্য কোনও দরজা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খোলা হয়নি।

কৃষি ছাড়াও, দুগ্ধজাত পণ্য যেমন তরল দুধ, পাউডার, ক্রিম, দই, ছানা, মাখন, ঘি, বাটার অয়েল, পনির---কোনোটিই ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করতে পারবে না। শিবরাজ সিং চৌহান আরও জানান, কালো মরিচ, লবঙ্গ, শুকনো কাঁচা মরিচ, দারচিনি, ধনে, জিরা, হিং, আদা, হলুদ, আজওয়াইন, মেথি, তেজপাতা, সরিষা, সরিষার বীজ এবং অন্যান্য গুঁড়ো মসলা—ও আমেরিকা থেকে আমদানি হবে না।

তিনি বলেন, আমাদের মসলা এবং কৃষকরা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, এই চুক্তি ভারতের কৃষক, নারী এবং যুবকরা এগিয়ে যাওয়ার নতুন সুযোগ পাবে।

সুরক্ষা, সমৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা কোনো জাতি বা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রায়পুর, ৮ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহকারী সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ আজ ছত্তিশগড়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনক্লেভে বক্তব্য রাখেন, যা "ছত্তিশগড় @ ২৫: শিফটিং দ্য লেন্স" শীর্ষক বইকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়েছিল। এই বইটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'অর্গানাইজার' এর প্রকাশনা ভারত প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই, উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরাও উপস্থিত ছিলেন।

অমিত শাহ বলেন, অর্গানাইজার সবসময় ইংরেজি সাংবাদিকতায় মূল ভারত ধারণা বজায় রেখেছে এবং তার বিভিন্ন দিক জনগণের সামনে তুলে ধরার কাজ করে আসছে। তিনি উল্লেখ করেন, সেই ধারাবাহিকতায় আজকের কনক্লেভ আয়োজন করা হয়েছে, যার মূল থিম সুরক্ষা, সমৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা।

তিনি বলেন, সুরক্ষা, সমৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা কোনো জাতি বা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত স্বাধীনতার পর গঠিত ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যের জন্য। অমিত শাহ উল্লেখ করেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ছোট রাজ্যগুলো গঠনের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র পরীক্ষা ছিল না, এটি লোকজনের আকাঙ্ক্ষার পূরণ। সেই সময়ে ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড ও ছত্তিশগড় একসাথে গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মন্ত্রী আরও বলেন, আদর্শভিত্তিক নেতৃত্বের কারণে নতুন রাজ্য গঠনের সময় কোনও রকম কলহ সৃষ্টি হয়নি। তবে পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের সময় তেলঙ্গানা গঠনের সময় অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলেছিল। তিনি বলেন, রাজনীতিতে আদর্শের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি রাজনৈতিক দল যা আদর্শহীন, সেটি রাজ্য বা দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারে না। অমিত শাহ সাংবাদিকতায় অর্গানাইজারের অবদানকেও প্রশংসা করেন এবং বলেন, অর্গানাইজার ভয় ছাড়াই আদর্শমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী ভারতের প্রেক্ষাপটে আরএসএস-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ইতিহাস অস্বীকার করতে পারবে না। তিনি ছত্তিশগড়ের ২৫ বছরের উন্নয়নকে তুলে ধরে বলেন, রাজ্য রুগ্ন থেকে উন্নয়নশীল রাজ্যের পথে এসেছে। তার দলের শাসনামলে ২৫ বছরে চত্তিশগড়ের বাজেট ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রতি ব্যক্তির আয় ১৭ গুণ এবং জিডিএসপি ২৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা খাতে যথাক্রমে ১৭, ৪৮ এবং ৩৫ বৃদ্ধির হার রেকর্ড হয়েছে। মন্ত্রীর ভাষায়, ছত্তিশগড়ের নক্সাল সমস্যার সমাধানও আদর্শভিত্তিক নীতি দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

NIT NO: 46/W/EE/RD-DIV/JRN/2025-26 Dt. 06/02/2026

The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites percentage/rate e- tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders upto 3.00 P.M. of 13/02/2026 for 01 (One) no. work. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 7005296697. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. ICA/C/4201/26

Sd/-
Executive Engineer
RD Jirania Division Jirania, West Tripura

PNIT No.: 91/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 3rd February, 2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class& Category registeredwith any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

DNIT No.	86/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Name of Work :	Urgent maintenance of all official buildings along with quarters of Kunjaban extension Agartala under Capital Complex Sub-Division No-I during the year 2025-26.
Estimated Cost :	Rs. 9,68,719.00
Time of Completion :	180 Days
Earnest Money	Rs. 19,374.00
Last Date and time of Submission of Bid	: 13/02/2026 Upto 3.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-4203/26

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura

রবিবার আগরতলায় খুদে শিল্পীদের নিয়ে এক বসে আকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পাপ্পু যাদব গ্রেপ্তার, এনডিএ-কে নিশানা রাহুল-প্রিয়ঙ্কার

পাটনা : পুরনিয়া লোকসভা সংসদ সদস্য রাজেশ রঞ্জন বা পাপ্পু যাদবকে ৩১ বছরের পুরনো মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার একদিন পরই লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধী এবং সংসদ সদস্য প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বাদ্রা নীতিশ কুমার নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের উপর সরাসরি আক্রমণ চালিয়েছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, বিহারে নীট প্রত্যাশী শিক্ষার্থীর মৃত্যুর মামলায় গভীরভাবে সিস্টেম্যাটিক যোগসাজশ রয়েছে।

এক্স প্ল্যাটফর্মে পোস্টে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, পাটনায় নীট প্রত্যাশী শিক্ষার্থীর রহস্যজনক মৃত্যু এবং পরবর্তী তদন্ত সিস্টেমের মধ্যে মূর্তির মতো সংযুক্তি উন্মোচন করেছে। যখন নিহতের পরিবার ন্যায় এবং নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছিল, তখন পরিচিত বিজেপি-এনডিএ মডেল পুনরায় কার্যকর হয়েছিল, মামলা ঘুরিয়ে দেওয়া, পরিবারকে হয়রানি করা এবং অপরাধীদের রক্ষা করা।

পাপ্পু যাদবের পক্ষে রাহুল গান্ধী বলেছেন, এই সংসদ সদস্য সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং তার গ্রেপ্তারের ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিশোধ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই শিক্ষার্থীর জন্য ন্যায়ের স্বরে দাঁড়িয়েছিলেন সাংসদ পাপ্পু যাদব। তার গ্রেপ্তার স্পষ্টতই রাজনৈতিক প্রতিশোধ, যা প্রতিটি ন্যায়বিচার দাবি করা কণ্ঠকে নিস্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে, তিনি আরও যোগ করেছেন।

রাহুল গান্ধী আরও সতর্ক করে বলেছেন, এই ঘটনা একটি বিপজ্জনক ধারা নির্দেশ করছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, এটি কোনো একক ঘটনা মনে হচ্ছে না। এটি একটি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেখানে আরও অনেক যুবতী ন্যায়হীনতার শিকার হচ্ছেন এবং ক্ষমতাসীনরা চোখ বন্ধ করে দেখছেন, তিনি বলেন। তিনি যোগ করেছেন, এটি রাজনীতি নিয়ে নয়, বরং ন্যায়, বিহারের কন্যার সন্মান ও নিরাপত্তার বিষয়।

প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বাদ্রাও গ্রেপ্তারের ঘটনাকে নিন্দা করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন, নীট শিক্ষার্থীর হোস্টেলে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার তদন্ত ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ পুরোপুরি সন্দেহজনক। এফআইআর থেকে শুরু করে তদন্ত ও পদক্ষেপ, সবকিছুই সন্দেহজনক। এটা শেষ পর্যন্ত কাদের রক্ষা করার জন্য করা হচ্ছে? প্রিয়ঙ্কা গান্ধী হাতরাস, উন্নাও এবং অঙ্কিতা ভান্ডারী কেসের সঙ্গে তুলনা করে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এই মামলায় আওয়াজ তোলার জন্য পাপ্পু যাদবের গ্রেপ্তার এই সংবেদনশীলতার চেইনের আরেকটি সংযোগ। বিজেপি ও তাদের মিত্রদের এজেন্ডা স্পষ্ট। তারা অন্যায় ও শোষণের পক্ষে। পাপ্পু যাদব শুক্রবার রাতের শেষ দিকে পাটনার মান্দিরি আবাসনে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের সময় সমর্থকরা সেখানে সমবেত হওয়ায় উত্তেজনা দেখা দেয় এবং পুলিশের সঙ্গে হালকা ধাক্কাধাক্কি হয়।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, এমপি-এমএলএ বিশেষ আদালত সম্প্রতি তিন অভিযুক্তের পাপ্পু যাদব, শৈলেন্দ্র প্রসাদ এবং চন্দ্রনারায়ণ প্রসাদের সম্পত্তি সংযুক্তির নির্দেশ দিয়েছিল। মামলাটি ৩১ বছর পুরনো, যার সঙ্গে জড়িত ছিল বাড়ি ভাড়া দেওয়া ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ।

পাপ্পু যাদব নীট শিক্ষার্থীর মৃত্যুর মামলায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং পুলিশের তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন।

যদিও বিহার পুলিশ একজন ইনস্পেক্টর জেনারেল-মানের কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্ত দল গঠন করেছিল এবং পরে এটি সিবিআই-তে হস্তান্তরিত হয়। তবে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এখনও বিহারে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেনি। নিহতের পরিবার বিহার পুলিশের পক্ষ থেকে চাপের অভিযোগ করেছেন এবং বিহার ডিজিপি বিনয় কুমার ও গৃহমন্ত্রী সম্রাট চৌধরীর সঙ্গে বৈঠক সত্ত্বেও সন্তুষ্ট নন। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে যে যৌন নিপীড়নকে অস্বীকার করা যায় না। ফরেন্সিক রিপোর্টে মৃতার অন্তর্বাসে সিমেনের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তীব্র হয়েছে।

ছত্তীসগড়ে বাস্তার পাণ্ডুম ২০২৬ উৎসবের উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি, মাওবাদ দমনে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূয়সী প্রশংসা

জগদলপুর (ছত্তীসগড়) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার ছত্তীসগড়ের জগদলপুরে ঐতিহ্যবাহী বাস্তার পাণ্ডুম ২০২৬-এর উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাস্তারের মানুষের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই উৎসবমুখর। রাষ্ট্রপতি বলেন, এই উর্বর জমিতে যখন কৃষকরা বীজ বপন করেন, সেটাই পাণ্ডুম। আমের মরশুম এলেও পাণ্ডুম। বাস্তারের মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উৎসব হিসেবে উদযাপন করেন। এই জীবনদর্শন অন্যদের কাছেও শিক্ষণীয়।

তিনি বলেন, বাস্তারের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বরাবরই মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, প্রায় চার দশক ধরে এই অঞ্চল মাওবাদী হিংসার কবলে পড়েছিল। এর ফলে এখানকার মানুষ, বিশেষ করে যুবক, আদিবাসী ও দলিত সমাজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে দীর্ঘদিনের ভয়, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের পরিবেশ এখন ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে। হিংসার পথ ছেড়ে অনেকেই মূলধারায় ফিরে আসছেন, যা সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনছে।

রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, ছত্তীসগড়ে বিপুল সংখ্যক প্রাক্তন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। সরকার নিশ্চিত করছে যে, যারা অস্ত্র ত্যাগ করে মূলধারায় ফিরেছেন, তারা যেন স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। তাঁদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি রাজ্য সরকারের 'নিয়াদ নেল্লানার যোজনা'-র ভূয়সী প্রশংসা করেন, যা গ্রামীণ মানুষকে ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বাস্তারে উন্নয়নের এক নতুন ভোর দেখা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ, রাস্তা ও পানীয় জলের সুবিধা গ্রামেগঞ্জে পৌঁছাচ্ছে। বহু বছর ধরে বন্ধ থাকা স্কুলগুলি আবার চালু হচ্ছে এবং শিশুরা নিয়মিত ক্লাসে ফিরছে। এই চিত্র অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং সকল নাগরিকের জন্য আনন্দের।

তিনি হিংসার পথ ত্যাগ করে মূলধারায় ফেরা সকল মানুষকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁদের সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস রেখে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দরিদ্র, বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কল্যাণ সরকারের অগ্রাধিকারের শীর্ষে রয়েছে। পিএম-জনমন যোজনা ও ধর্তি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান-এর মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল সবচেয়ে প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নের মূল ভিত্তি। আদিবাসী অঞ্চলে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, যাতে এখানকার শিশুরা উন্নত শিক্ষা পায়। তিনি অভিভাবকদের সন্তানদের শিক্ষিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এভাবেই ছত্তীসগড় ও ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

তিনি আরও বলেন, ছত্তীসগড়ের প্রাচীন ঐতিহ্য আজও গভীরভাবে প্রোথিত ও জীবন্ত। দেবী দন্তেশ্বরীকে উৎসর্গীকৃত বাস্তার দুর্গাপূজা (দশেরা) আদিবাসী সংস্কৃতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলার পাশাপাশি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাস্তার অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এখানকার মানুষ পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ। তিনি বিশেষ করে যুবসমাজকে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁদের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিই ছত্তীসগড়ের উন্নতি এবং বিকশিত ভারতের স্বপ্নপূরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পাকিস্তানে শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের প্রতিবাদে কাশ্মীরে শিয়া মুসলমানদের বিক্ষোভ

শ্রীনগর : পাকিস্তানের ইসলামাবাদে একটি শিয়া মসজিদে ভয়াবহ আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনায় ৩১ জন নিহত ও ১৬৯ জন আহত হওয়ার প্রতিবাদে শনিবার কাশ্মীর উপত্যকায় শিয়া মুসলমানদের পক্ষ থেকে তীব্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

শতাধিক শিয়া মুসলমান শ্রীনগর---বারামুল্লা জাতীয় সড়কে মিছিল বের করে পাকিস্তানবিরোধী স্লোগান দেন। বিক্ষোভটি মূলত বারামুল্লা জেলার হাঞ্জিওয়েরা এলাকায় সংঘটিত হয়, যেখানে ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানে শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর ধারাবাহিক হামলা চালানো হচ্ছে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পাকিস্তানের বিভিন্ন শক্তি শিয়া সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত এবং সেখানকার পরপর সরকারগুলো এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সুরক্ষা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের মতে, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে গভীর যোগসূত্র থাকার কারণেই শিয়া মুসলমানরা বারবার নিশানা হচ্ছেন।

উল্লেখ্য, শুক্রবার পাকিস্তানের ইসলামাবাদে জুম্মার নামাজ চলাকালীন একটি ইমামবারগায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটে। সরকারি সূত্র ও সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই হামলায় অন্তত ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৬৯ জন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণটি ইসলামাবাদের তারলাই এলাকায় অবস্থিত ইমামবারগা খাদিজাতুল কুবরা-তে ঘটে। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাল্লাল চৌধুরী ইসলামাবাদে সংবাদমাধ্যমকে জানান, হামলাকারী আফগান নাগরিক না হলেও ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে সে একাধিকবার আফগানিস্তান সফর করেছিল।

কাশ্মীরের বিক্ষোভকারীরা বলেন, পাকিস্তানে শিয়া মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন সেদেশে সন্ত্রাসবাদের ক্রমবর্ধমান বিস্তারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাঁরা স্মরণ করিয়ে দেন যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ নিজেও একজন শিয়া মুসলমান ছিলেন এবং স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

কাশ্মীরে মোট মুসলমান জনসংখ্যার প্রায় ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ বুদগাম, বারামুল্লা ও শ্রীনগর জেলায় বসবাস করেন। শিয়া ধর্মীয় নেতারা বরাবরই জম্মু ও কাশ্মীরসহ সর্বত্র শান্তি, সহাবস্থান ও ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা দিয়ে আসছেন বলে বিক্ষোভকারীরা জানান।

রাষ্ট্রপতি মুর্মুর বাস্তার সফরের মধ্যেই ছত্তীসগড়ের বিজাপুরে ৩০ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

বিজাপুর : ছত্তীসগড়ে চলমান মাওবাদীবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য মিলল শনিবার। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বাস্তার সফরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজাপুর জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করলেন ৩০ জন মাওবাদী ক্যাডার। এই ঘটনাকে রাজ্যের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে ছিলেন ২০ জন মহিলা ও ১০ জন পুরুষ। তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম ও জনবিরোধী মতাদর্শ ত্যাগ করে ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং গণতান্ত্রিক সমাজে মর্য্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অঙ্গীকার করেন। তাঁদের বিভিন্ন পদ ও ভূমিকাকে বিবেচনা করে মোট ৮৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষিত ছিল, যা শান্তিপূর্ণ পথে তাঁদের নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মাওবাদীরা স্বেচ্ছায় বিস্ফোরকও জমা দেন। এর মধ্যে ছিল এক বান্ডিল কর্ডেক্স তার এবং ৫০টি জেলাটিন স্টিক।

এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় সিনিয়র কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে। উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ অপারেশনস বিজাপুর সেক্টরের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ বি. এস. নেগি, বিজাপুরের পুলিশ সুপার ড. জিতেন্দ্র কুমার যাদব, সহ একাধিক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও ডেপুটি সুপার।

প্রতিটি আত্মসমর্পণকারীকে প্রাথমিকভাবে ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ পুনর্বাসন ও সমাজে পুনরায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগ রাজ্য সরকারের 'পুনঃমার্গম: পুনর্বাসন থেকে পুনরুজ্জীবন' অভিযানের অংশ, যা শান্তি, সংলাপ ও উন্নয়নের ওপর জোর দেয়।

বিজাপুরের পুলিশ সুপার ড. জিতেন্দ্র কুমার যাদব অবশিষ্ট মাওবাদীদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে বলেন, ভ্রান্ত ও হিংসাত্মক মতাদর্শ ত্যাগ করে নির্ভয়ে মূলধারায় ফিরে আসুন। 'পুনঃমার্গম' নীতি একটি নিরাপদ, সম্মানজনক ও স্বনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য সমস্ত সুযোগ প্রদান করে।

বাস্তার রেঞ্জের আইজি সুন্দররাজ পি. পট্টিলিঙ্গম এই আত্মসমর্পণকে মাওবাদী সংগঠনের দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যন্ত এলাকায় নিরাপত্তা শিবির স্থাপন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধারাবাহিক মাওবাদীবিরোধী অভিযান এবং সরকারি প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়নের ফলেই এই সাফল্য এসেছে। হিংসার পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, আর 'পুনঃমার্গম' শান্তি ও ইতিবাচক ভবিষ্যতের দিশা দেখায়, অন্যদেরও অস্ত্র ত্যাগের আহ্বান জানিয়ে বলেন তিনি।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র বিজাপুর জেলায় ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত ৯১৮ জন মাওবাদী মূলধারায় ফিরে এসেছেন, ১,১৬৩ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ২৩২ জন। এই পরিসংখ্যান ডিআরজি, জেলা বাহিনী, ছত্তীসগড় সশস্ত্র বাহিনী, এসটিএফ, কোবরা ব্যাটালিয়ন এবং বিভিন্ন সিআরপিএফ ইউনিটের সমন্বিত অভিযানের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতার প্রতিফলন বলেই জানিয়েছে প্রশাসন।

জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনায় জম্মুতে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

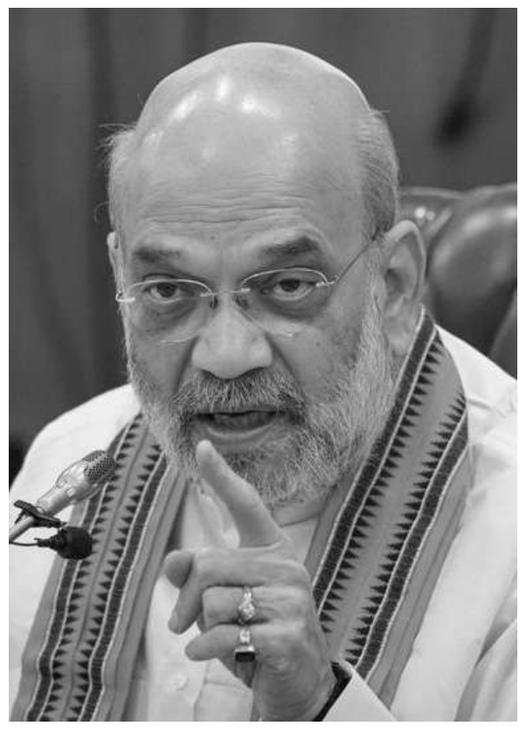

জম্মু : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ আজ জম্মুতে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়।

এই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সড়ক পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ, শিল্প, পর্যটন, ৪জি ও অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা, মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এবং কেন্দ্র ও জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত সরকার উন্নত ও সমৃদ্ধ জম্মু ও কাশ্মীর গড়ার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি জানান, মোদি সরকারের ধারাবাহিক ও নিবেদিত প্রচেষ্টার ফলেই জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি নজিরবিহীন অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরকে তার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে। পাশাপাশি সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির ১০০ শতাংশ স্যাচুরেশন নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নের সুফল প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের জম্মু ও কাশ্মীর ভ্রমণের আগ্রহ এখনও অটুট রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দেশের অন্যান্য রাজ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের পর্যটন কেন্দ্রগুলির আগ্রাসী প্রচার প্রয়োজন। তিনি জানান, নতুন পর্যটন গন্তব্য উন্নয়নের পরিকল্পনায় কেন্দ্র সরকার সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করবে।

তিনি আরও বলেন, যুবসমাজকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করতে ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং ক্রীড়া একাডেমি স্থাপনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে প্রায় ২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আনার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। পাশাপাশি জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড (এনডিডিবি)-এর মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের দুগ্ধ খাতের প্রসারেও উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন তিনি।

এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, ২০২৫---২৬ অর্থবর্ষে প্রথমবারের মতো জম্মু ও কাশ্মীরকে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য রাজ্যসমূহ বিশেষ সহায়তা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে মূলধনী প্রকল্পের জন্য ৫০ বছরের সুদমুক্ত ঋণ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। অমিত শাহ বলেন, শক্তিশালী আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় থাকলে দীর্ঘমেয়াদে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আর্থিক ঘাটতি স্থিতিশীল করা সম্ভব হবে।অমিত শাহ বলেন, স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তিতে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং এই যাত্রায় জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণ সমর্থন দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর এই সফর জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তাকে জাতীয় অগ্রাধিকারের শীর্ষে রাখার ক্ষেত্রে ভারতের সরকারের দৃঢ় সংকল্পেরই প্রতিফলন।

সুপারপাওয়ার অন্যদের ভয় দেখায় আমরা তা হতে চাই না : মোহন ভাগবত

মুম্বই : ভারত কখনও সুপারপাওয়ার হতে চায় না। কারণ সুপারপাওয়ার মানেই অন্যদের ভয় দেখানো ও আধিপত্য কায়েম করা। শনিবার মুম্বইয়ে আরএসএস-এর চতুর্থ বক্তৃতা পর্ব "ব্যাখ্যানমালাসংঘ যাত্রার ১০০ বছর" শীর্ষক অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত।ভাষণে কোনও দেশের নাম না করেই বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে একটি প্রভাবশালী শক্তির ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করে ভাগবত বলেন, আমরা সুপারপাওয়ার হতে চাই না। সুপারপাওয়ার অন্যদের ভয় দেখায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একটি সুপারপাওয়ার কী করছে। আমরা এমন শক্তি হতে চাই না, যে অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।তিনি স্পষ্ট করে জানান, ভারতের লক্ষ্য 'সুপারপাওয়ার' হওয়া নয়, বরং 'বিশ্বগুরু' হয়ে ওঠা। ভাগবতের কথায়, আমরা বিশ্বগুরু হতে চাই। আমরা ভিতর থেকে নেতৃত্ব দিতে চাই এবং এমনকি উদাহরণ সৃষ্টি করে নেতৃত্ব দিতে চাই।

জাতীয় পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতকে কেবল ভৌগোলিক সীমানার নিরিখে দেখা উচিত নয়। ভারত কোনও ভৌগোলিক নাম নয়, এটি একটি সভ্যতাগত চরিত্রের নাম, বলেন ভাগবত। তাঁর মতে, ভারতের পরিচয়ের মূল ভিত্তি তার চিরন্তন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, যা সময় ও সীমারেখা অতিক্রম করে টিকে রয়েছে।ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে প্রচলিত রাজনৈতিক ধারণারও সমালোচনা করেন আরএসএস প্রধান। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি সঠিক নয়। এর পরিবর্তে 'পন্থ-নিরপেক্ষতা' বলা উচিত, কারণ ধর্ম জীবনের ভিত্তি। ভাগবতের ব্যাখ্যায়, ভারতীয় পরম্পরায় 'ধর্ম' কেবল উপাসনার বিষয় নয়, বরং নৈতিকতা ও সভ্যতার ভিত্তি।

এই অনুষ্ঠানে শিল্প, চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম ও জনজীবনের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। শিল্পপতিদের মধ্যে ছিলেন রাধাকিষাণ দামানি, অজয় পিরামল, দীপক পারেখ, সাজ্জন জিন্দাল, নীলেশ শাহ এবং আশিসকুমার চৌহান।চলচ্চিত্র ও বিনোদন জগতের প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সলমন খান, হেমা মালিনী, রণবীর কাপুর, রনি স্ক্রুওয়ালা, সুভাষ চন্দ্র, বনি কাপুর, আদনান সামি, ওম রাউত, নীতেশ তিওয়ারি, মোহিত সুরি, রমেশ তৌরানি, বিপুল শাহ, প্রসাদ ওক ও ইন্দ্র কুমার।এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আধ্যাত্মিক নেতা স্বামী স্বরূপানন্দ, লেখক অক্ষত গুপ্ত এবং ইজরায়েল, যুক্তরাজ্য ও ইতালির কূটনীতিক প্রতিনিধিরা। উল্লেখ্য, মুম্বইয়ে চলমান এই বক্তৃতা সিরিজে আরএসএস প্রধান ধারাবাহিকভাবে ভারতের সভ্যতাগত পরিচয়, শাসন দর্শন এবং আন্তর্জাতিক ও ভূ-রাজনৈতিক পরিসরে ভারতের ভূমিকা নিয়ে সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছেন।

রবিবার আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়।

স্কুলপড়ুয়াদের এক কোটি বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট সম্পন্ন, মাইলফলক ছুঁল ইউআইডিএআই

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : দেশজুড়ে স্কুলপড়ুয়াদের আধার সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করল ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)। চলমান মিশন-মোড অভিযানের আওতায় সারা দেশের ৮৩ হাজার স্কুলে পড়ুয়া শিশুদের জন্য এক কোটিরও বেশি বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট সম্পন্ন হয়েছে।

ইউআইডিএআই জানিয়েছে, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্কুলপড়ুয়া শিশুদের জন্য বিশেষ এই বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট অভিযান শুরু হয়। ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন প্লাস অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে প্রযুক্তিগত সংযোগ স্থাপনের পরই এই উদ্যোগ গতি পায়। এর ফলে স্কুলগুলিতে পড়ুয়া শিশুদের বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট সংক্রান্ত অবস্থা স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হয় এবং যেসব শিশুদের বায়োমেট্রিক আপডেট বাকি ছিল, তাদের চিহ্নিত করে স্কুল প্রাঙ্গণেই বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে আপডেট সম্পন্ন করা হয়।

ইউআইডিএআই-এর সিইও ভুবনেশ কুমার এই উদ্যোগ সম্পর্কে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের চিঠি দিয়ে অবহিত করেন এবং স্কুলে কেন্দ্রীভূত বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট শিবির আয়োজনের জন্য সহযোগিতা চান। দেশের আটটি অঞ্চলে অবস্থিত ইউআইডিএআই-এর আঞ্চলিক দপ্তরগুলি গত পাঁচ মাস ধরে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষা দপ্তর, জেলা প্রশাসন, ইউআইডিএআই রেজিস্ট্রার এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছে। ইউআইডিএআই জানিয়েছে, দেশের সব স্কুল এই অভিযানের আওতায় না আসা পর্যন্ত মিশন-মোড কার্যক্রম চলবে। ইতিমধ্যেই ৮৩ হাজার স্কুলে পড়ুয়া এক কোটি শিশু এই উদ্যোগের সুফল পেয়েছে এবং আরও বহু শিশু উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইউআইডিএআই-এর নিয়ম অনুযায়ী, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুরা আধারের জন্য নথিভুক্ত হওয়ার সময় শুধুমাত্র ছবি, নাম, জন্মতারিখ, লিঙ্গ, ঠিকানা ও জন্ম সনদ প্রদান করে। এই বয়সে আঙুলের ছাপ ও চোখের মণির বায়োমেট্রিক সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক না হওয়ায় তা সংগ্রহ করা হয় না। তাই পাঁচ বছর এবং ১৫ বছর বয়স অতিক্রম করার পর বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেটের মাধ্যমে আঙুলের ছাপ ও আইরিস তথ্য প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। আধারে বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট সম্পন্ন না হলে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ, পাশাপাশি নিট, জেইই, সিইউইটি-এর মতো প্রতিযোগিতামূলক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পরীক্ষায় নাম নথিভুক্ত করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। শিশুদের বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করা এবং পরিষেবাটিকে সবার জন্য সহজলভ্য করতে ইউআইডিএআই ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে ৭—১৫ বছর বয়সি শিশুদের জন্য এক বছরের জন্য বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট ফি মকুব করেছে। এছাড়া ৫—৭ বছর এবং ১৫—১৭ বছর বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে আগের মতোই বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট পরিষেবা চালু রয়েছে।

স্কুলে আয়োজিত শিবিরের পাশাপাশি দেশজুড়ে থাকা আধার এনরোলমেন্ট সেন্টার ও আধার সেবা কেন্দ্রগুলিতেও শিশুদের বায়োমেট্রিক আপডেট করা যাচ্ছে। ইউআইডিএআই জানিয়েছে, একই সময়কালে এই কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে শিশুদের মাধ্যমে প্রায় ১.৩ কোটি বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট লেনদেনও সম্পন্ন হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত একাধিক

বিশাখাপত্তনম, ৮ ফেব্রুয়ারি : অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায় রবিবার ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে এবং পাঁচ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, নন্দিগাম মণ্ডলের পালাভালাসার কাছে জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওড়িশার সোনেপুর থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে যাওয়ার পথে একটি গাড়ি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ভ্যানের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার সময় গাড়িটিতে থাকা এক রোগী বালাইয়াহকে চিকিৎসার জন্য পরিবারের সদস্যরা বিশাখাপত্তনমে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

এই দুর্ঘটনায় রোগী বালাইয়াহ এবং তাঁর সঙ্গে থাকা আরও এক যাত্রীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। গাড়িতে থাকা পাঁচ জন গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের প্রথমে টেক্কালির সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে শ্রীকাকুলামে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এই বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী সত্য সাই জেলায় আরেকটি দুর্ঘটনায় অন্তত নয় জন যাত্রী আহত হয়েছেন। পেনুকোন্ডা মণ্ডলের গুট্টুরু এলাকার জাতীয় সড়কে একটি এপিএসআরটিসি বাসের সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসটি হিন্দুপুর থেকে ধর্মাপুরমের দিকে যাচ্ছিল, অন্যদিকে ট্রাকটি বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল।

দুর্ঘটনায় আহত সকলকে পেনুকোন্ডার সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসের কন্ডাক্টর গুরুতর আহত হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে অনন্তপুরে স্থানান্তর করা হয়। খবর পেয়ে রাজ্যের পশ্চাৎপদ শ্রেণি কল্যাণমন্ত্রী এস. সবিতা পেনুকোন্ডা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং আহতদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।

বিজেপির অফিসিয়াল হ্যান্ডলে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বন্দুক নিয়ে বিতর্কিত ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা সরব কংগ্রেস ও তৃণমূল

নয়াদিল্লি/গুয়াহাটি, ৮ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির একটি অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে প্রকাশিত অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত ভিডিওকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কংগ্রেস ও তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা ভিডিওটিকে ঘৃণা ও হিংসা উসকে দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়ে কেন্দ্র ও অসম সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন। অবশ্য, অসম বিজেপি অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল থেকে ওই ভিডিওটি মুছে ফেলা হয়েছে। কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ কেসি বেণুগোপাল অভিযোগ করেন, বিজেপির একটি অফিসিয়াল হ্যান্ডলে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে ''পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক'' হত্যার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তাঁর ভাষায়, এটি কোনও নিছক ট্রোল কনটেন্ট নয়। এটি সরাসরি গণহত্যার আহ্বান, যে স্বপ্ন এই ফ্যাসিবাদী শাসন বহু দশক ধরে লালন করছে।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের বিষ ছড়ানো হচ্ছে ক্ষমতার একেবারে শীর্ষ স্তর থেকে এবং এর অবশ্যই পরিণতি হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফে কোনও নিন্দা বা পদক্ষেপের আশা নেই বলেও মন্তব্য করেন বেণুগোপাল। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় বিচারব্যবস্থার হস্তক্ষেপ জরুরি এবং কোনও রকম শিথিলতা দেখানো উচিত নয়।

অসম তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সুশমিতা দেবও এই ভিডিওকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভূমিকার সমালোচনা করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, গত বছর 'ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা'-তে 'ভূমিপুত্রদের' জন্য সুরক্ষার অজুহাতে নতুন বন্দুক লাইসেন্স নীতির ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, কার বিরুদ্ধে সুরক্ষা? এখন দেখা যাচ্ছে, বিজেপি অসমের অফিসিয়াল হ্যান্ডলেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক! বন্দুক ব্যবহারের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে।

সুস্মিতা দেবের অভিযোগ, অসমের মানুষ ও সংস্কৃতি এই ধরনের ঘৃণার প্রতিনিধিত্ব করে না, যা অসমিয়া সংস্কৃতির নামে তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি বলেন, অসমে অনুপ্রবেশ একটি বাস্তব সমস্যা, কিন্তু রাজনীতির স্বার্থে সেটিকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। একটি নির্দিষ্টি সম্প্রদায় বা বাংলা ভাষাকে যা আমার মাতৃভাষা দানবায়িত করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

এনআরসি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি স্থায়ী সমাধান দিতে পারত, কিন্তু বিজেপি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর মতে, অসমের বর্তমান পরিস্থিতি মণিপুরের মতোই গুরুতর এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বর্তমান সরকারকে যেকোনও মূল্যে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।

কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনেতও কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, যে ভিডিওতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে মুসলিমদের দিকে গুলি ছুড়তে দেখা যাচ্ছে এবং 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক শট' লেখা রয়েছে, তা শুধু মুছে ফেললেই দায়িত্ব শেষ হয় না।

তিনি দাবি করেন, এটাই বিজেপির আসল চেহারা, গণহত্যার রাজনীতি। এই বিষ, ঘৃণা ও হিংসার দায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তোলেন, আদালত ও অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি কি এই ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে?

এই বিতর্কিত ভিডিও ঘিরে দেশজুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে এবং বিষয়টি নিয়ে আইনি ও সাংবিধানিক পদক্ষেপের দাবিও জোরালো হচ্ছে।

'সি-গ্রেড সিনেমার থেকেও খারাপ' পাকিস্তান-যোগের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী শর্মাকে তীব্র আক্রমণ গৌরব গগৈর

গুয়াহাটি, ৮ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান-যোগ সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাংবাদিক বৈঠকের তীব্র সমালোচনা করলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও লোকসভা সাংসদ গৌরব গগৈ। রবিবার তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে ''সি-গ্রেড সিনেমার থেকেও খারাপ'' বলে কটাক্ষ করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শর্মা দাবি করেন, পাকিস্তানি নাগরিক আলি তৌকির শেখ এবং এলিজাবেথ গগৈ যিনি লোকসভায় কংগ্রেসের উপনেতা গৌরব গগৈর স্ত্রী সংক্রান্ত অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং বিষয়টিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন বর্তমান সাংসদের নাম এই বিষয়ে জড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি আর সাধারণ তদন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তিনি বলেন, এগুলি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। যখন একজন বর্তমান সাংসদ, যিনি সংসদে কংগ্রেস দলের উপনেতাও, কোনওভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত বলে

হাতির তান্ডবে গুরুতর জখম

● **প্রথম পাতার পর** তাণ্ডব শুরু হওয়ায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বনদপ্তরের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

চড়িলামে রাস্তা সংস্কারের টাকা

● **প্রথম পাতার পর**

ঠিকাদার আত্মসাৎ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়ে অভিযুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলা হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনার পেছনে আর কারা জড়িত রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়েছে।

পরিমল চৌমুহনী থেকে গোলাঘাটি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ না হওয়ায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও জোরালো দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষ।

প্রতিবেশী শিশুকে বাঁচাতে

● **প্রথম পাতার পর** অভিযুক্ত পরিমল শীল ও বিজয় শীল দা দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায়। দা'র কোপে লিটন রায় গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁর মাথায় আঘাত লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশালগড় থানার পুলিশ। ঘটনার পর অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদের

● **প্রথম পাতার পর** সৌন্দর্যায়ন ও ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পুর নিগম একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে হাওড়া মার্কেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পুর নিগম সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে এখানে বহু অবৈধ ব্যবসায়ী বিনা লাইসেন্সে ব্যবসা করে আসছিলেন। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। পুর নিগমের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, বৈধ লাইসেন্স ছাড়া কাউকে ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। ভবিষ্যতে যাতে কোনও অবৈধ ব্যবসা গড়ে না ওঠে, সে বিষয়েও কড়া নজরদারি রাখা হবে। মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন, শহরের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রকৃত ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করাই পুর নিগমের মূল লক্ষ্য। নিয়ম মেনে ব্যবসা করলে সকল প্রকার সহযোগিতা করা হবে বলেও তিনি জানান।

১৩ কোটির গাঁজা গাছ ধ্বংস

● **প্রথম পাতার পর**

আনুমানিক ৯২ হাজার পরিণত গাঁজা গাছ ঘটনাস্থলেই কেটে নষ্ট করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই অবৈধ গাঁজা চাষ প্রায় ৩৪ একর বনভূমি জুড়ে বিস্তৃত ছিল। উদ্ধার ও ধ্বংস করা গাঁজা গাছের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

এই যৌথ অভিযান পরিচালনা করে সোনামুড়া থানা পুলিশ, ১১তম ব্যাটালিয়ন টিএসআর, ১৪তম ব্যাটালিয়ন টিএসআর এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থার মহিলা সদস্যরা। পুলিশ জানিয়েছে, বনাঞ্চলে অবৈধ মাদক চাষের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষাক্ত খাবার খেয়ে অসুস্থ শিশু

● **প্রথম পাতার পর**

স্বচ্ছলতা না থাকায় সেই চিকিৎসা করানো নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে তাদের। পরিবারের পক্ষে ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ বহন করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন অনিকেতের মা।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর কাছে ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন অনিকেতের জন্মদাত্রী মা। তাঁর আবেদন, সকলের সামান্য সহায়তাই অনিকেতের জীবনে আশার আলো এনে দিতে পারে। দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা গেলে শিশুটিকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

পরিবারের পক্ষ থেকে মানবিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

এডিসির উন্নয়নে

● **প্রথম পাতার পর**

সারা রাজ্যেই দুর্নীতি চলছে। সারা রাজ্যের সাথে এডিসি এলাকায় কাজ নেই, রোজগার নেই, খাবার নেই। মানুষের জীবন এতটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে যে কোথাও কোথাও সন্তান বিক্রির মতো মর্মান্তিক ঘটনাও সামনে আসছে। তাঁর কথায়, এখন জনজাতি মহিলারাও সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ যদি ঠিকভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে কোনও জায়গাতেই বর্তমান শাসক দল বিজেপিকে মানুষ আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবে না। এডিসি প্রসঙ্গে মানিক সরকার স্পষ্টভাবে বলেন, পাঁচবছর অন্তর অন্তর এডিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানের নিয়ম মেনেই এডিসি ভোট করতে হবে রাজ্য সরকারকে। এপ্রিলেই মেয়াদ ফুড়িয়ে যাচ্ছে বর্তমান এডিসির। রাজনৈতিক অবস্থান থেকে এই পাহাড় ভোটে জোরদার লড়াই চালাবে সি পি আই এম। এদিকে, তিপরা মথার শাসনে এডিসিতে উপজাতিদের বেহাল দশা। কাজ নেই, খাদ্য নেই। তাই অধিকার, উন্নয়ন এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার প্রশ্নে বামফ্রন্টই একমাত্র নির্ভরযোগ্য শক্তি।

১৬ ফেব্রুয়ারি লোকভবন

● **প্রথম পাতার পর**

গত ৬ ফেব্রুয়ারি জেলা স্তরে কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সরকারের শাসনে গোটা দেশে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্রের উপর আঘাত নামানো হচ্ছে।

তিনি অভিযোগ করেন, সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বিরোধী সাংসদদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মনরেগা প্রকল্প কার্যত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে হাজার হাজার দরিদ্র পরিবার আজ চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে।

আশীষ কুমার সাহা বলেন, শ্রমিকদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিনিয়ত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। লোকভবন অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের বাস্তব সমস্যাগুলি প্রশাসনের সামনে তুলে ধরা হবে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। রাজভবন অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের বাস্তব সমস্যাগুলি তুলে ধরা হবে। তিনি আর বলেন, মনরেগা প্রকল্প বাতিলের ফলের গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। তাই মনরেগা প্রকল্পে কাজের অধিকার নিশ্চিত করা ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য রাজ্যস্তরীয় এই অভিযানে সকল জনপ্রতিনিধি ও কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। সরকার যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে আন্দোলন আরও জোরদার করবে।

বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া হকারদের উচ্ছেদ অভিযান সম্পূর্ণ

● **প্রথম পাতার পর**

আঁধারে বুলডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালানো কোনও সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাঁদে জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ধরনের পদক্ষেপ প্রশাসনের নিষ্ঠুর মানসিকতারই পরিচয় দেয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাম আমলের প্রসঙ্গ টেনে মানিক সরকার বলেন, সেই সময়েও শহরের ফুটপাত পরিষ্কার করার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে তখন কোনওরকম জোরজবরদস্তি করা হয়নি। আগে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল, তাঁদের বোঝানো হয়েছিল এবং বিকল্প ব্যবস্থার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছিল। অথচ বর্তমান পুর নিগম কোনও আলোচনা ছাড়াই যেভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ অমানবিক ও গণবিরোধী।

ভারত - মালয়েশিয়ার

● **প্রথম পাতার পর**

সহযোগিতাকে স্বাগত জানান। তিনি উল্লেখ করেন, মালয়েশিয়ায় ভারতের প্রথম কনস্যুলেট খোলা হলে বাণিজ্যিক ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে।

দুই নেতা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নানা বিষয়ে মতবিনিময় করেন, যার মধ্যে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার সংস্কার, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল এবং ক্রমবর্ধমান ভারত—আসিয়ান অংশীদারিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী মোদি এআইটিআইজিএ পর্যালোচনা দ্রুত সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী মোদি ২০২৫ সালে আসিয়ানের সফল সভাপতিত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে অভিনন্দন জানান। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ২০২৬ সালে ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের জন্য শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদি পাহালগাম সন্ত্রাসী হামলা ও লালকেল্লা বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা করার জন্য মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

আলোচনার পর ডিজিটাল পেমেন্ট, নিরাপত্তা সহযোগিতা, সেমিকন্ডাক্টর, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ, অডিও-ভিজুয়াল সহ-প্রযোজনা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা সহযোগিতা এবং ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বিনিময় হয়। এছাড়াও মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স-এ যোগদানের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রাক্তিকে ৭ ফেব্রুয়ারি দশম ভারত—মালয়েশিয়া সিইও ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের ফলাফল সংক্রান্ত নথি উভয় পক্ষ গ্রহণ করে। এদিন প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্মানে এক মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান।

এডিসিতে বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যস্ত থাকতো। গদিতে যাতে বসে থাকা যায় সেজন্য উগ্রপন্থীর সৃষ্টি করেছিল। এই উগ্রপন্থার কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে উগ্রপন্থা ছিল সেখানে উন্নয়ন হয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি এসব বিপথগামীদের মূলস্রোতে নিয়ে এসেছে। তাই দেশ ও রাজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শান্তি বজায় না থাকলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের সরকার আসার পর উন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমরা উন্নয়ন করতে জানি। আর প্রতিটি ঘরের ভেতর প্রতিটি মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে আমাদের সরকার।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আজকাল এক অদ্ভূত অবস্থা প্রত্যক্ষ হচ্ছে। কিভাবে গদি আঁকড়ে রাখা যায়, কিভাবে আগামীদিনে গদি আবার পাওয়া যায় - এর একটা প্রতিযোগিতা চলছে। এক এক সময় একেক রকম কথা বলছেন! বলছেন - উনারাও ২৮টা চান। আর তারাও ২৮টা চান। তাহলে মোট ৫৬টা হলো। কি সব অদ্ভূত অদ্ভূত কথাবার্তা বলছেন! ডাঃ সাহা বলেন, আজ পুর এলাকায় অবৈধভাবে যারা বসেছিল, তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছিল। তাদেরকে পুনর্বাসনের বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। কিন্তু এনিয়ে কি বলা হচ্ছে? এনিয়েও দ্বিচারিতার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। নানাভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। তৎকালীন সময়ে খুন, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, মা বোনেদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এরপরও তারা বড় বড় কথা বলেন।

এদিন এই সভা থেকে হুশিয়ারির সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বৈধ অনুমোদন ছাড়া আইন বহির্ভূত অনেক কিছুই হচ্ছে এডিসিতে। একের পর এক মিথ্যাচারের পর্দাফাঁস হচ্ছে। আমাদের কাছে সব খবর রয়েছে, সঠিক সময়ে সবকিছু প্রকাশ করা হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে কোনো নিয়ম না মেনে অনৈতিকভাবে নতুন ভিলেজ কমিটি তৈরি করে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে আইনি বাধা তৈরি করা হয়েছিলো, আর আজ সেটা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে।

ডাঃ সাহা বলেন, প্রস্তাবিত বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করে অনেক রাজনৈতিক স্টান্ট করা হয়েছে। কিন্তু জনগনের সামনে এখন সত্য উন্মোচিত হয়েছে। এই সব নেতিবাচক রাজনীতিকে দুরে সরিয়ে এডিসি''র নাগরিকদের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করবে বিজেপি। তাই এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার গড়ার জন্য সংকল্প নিতে হবে।

এদিন যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিজেপির সিপাহীজলা জেলার সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, টাকারজলা মন্ডলের সভাপতি নির্মল দেববর্মা, মান্দাই মন্ডলের সভাপতি অভিজিত দেববর্মা, এডিসি সদস্য সঞ্জিত রিয়াং সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাগণ।

রবিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফের উদ্যোগে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 3 09-02-2026, 01:35

গৌরব গগৈ ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তানি এজেন্টের 'গভীর যোগসূত্র', দাবি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ৮ ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ, তাঁর ব্রিটিশ স্ত্রী এলিজাবেথ কোলবার্ন এবং পাকিস্তানি নাগরিক আলি তৌকির শেখের মধ্যে "গভীর যোগসূত্র" রয়েছে বলে রবিবার অভিযোগ করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি দাবি করেন, এই যোগসূত্রের মাধ্যমে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা আইবি-র তথ্য গোপনে প্রতিবেশী দেশে পৌঁছানো হয়েছে। আজ গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, ভারতে কাজ করার সময় এলিজাবেথ কোলবার্নের বেতন প্রদানে ফরেন কনট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট (এফসিআরএ) লঙ্ঘন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শর্মার দাবি, ২০১৩ সালে গৌরব গগৈ একটি "অত্যন্ত গোপন" সফরে পাকিস্তান যান এবং সেখানে তিনি "কোনও ধরনের প্রশিক্ষণ" নিয়েছিলেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সে সময় গগৈয়ের পিতা তরুণ গগৈ অসমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের বিশ্বাস, গৌরব গগৈ, এলিজাবেথ কোলবার্ন ও আলি তৌকির শেখের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমরা মনে করি, এলিজাবেথ এবং আলি তৌকির শেখ একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন।

তিনি দাবি করেন, ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়াই তাঁরা স্থানীয় পৌর সংস্থাগুলির সঙ্গে কাজ করতেন, যা অসম পুলিশের এখতিয়ারের বাইরে। সেই কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মাধ্যমে জাতীয় স্তরের তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য অনুযায়ী, এলিজাবেথ প্রথমে পাকিস্তানে শেখের সংস্থা 'লিড পাকিস্তান'-এ কাজ করতেন। পরে তাঁকে ভারতে স্থানান্তর করা হলেও তাঁর বেতন পাকিস্তানি নাগরিক আলি তৌকির শেখই দিতেন। অভিযোগ করা হয়, 'লিড পাকিস্তান' থেকে অর্থ 'লিড ইন্ডিয়া'-তে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে এফসিআরএ নিয়ম এড়িয়ে এলিজাবেথকে বেতন দেওয়া হতো।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শত্রু রাষ্ট্রের কোনও সংস্থা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিতে পারে না। সম্ভবত ইউপিএ সরকারের আমলে বিশেষ অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। আরও অভিযোগ করা হয়, ভারতে কাজ করার সময় এলিজাবেথ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে পাকিস্তানে শেখের কাছে পাঠাতেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি আইবি সূত্র থেকে তথ্য পেয়ে শেখের কাছে ৪৫ পাতার একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন।

শর্মা জানান, 'লিড ইন্ডিয়া'-তে কাজ করার সময় এলিজাবেথ ছয়বার ইসলামাবাদ সফর করেন এবং পরে অন্য একটি এনজিওতে যুক্ত হওয়ার পর আরও তিনবার পাকিস্তান যান। তাঁর দাবি, বিষয়টি গোপন রাখতে এলিজাবেথ সবসময় আত্তারি সীমান্ত দিয়েই যাতায়াত করতেন, বিমানে নয়।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সরাসরি পাকিস্তান থেকে অর্থ পাওয়া সহজ নয় এবং এর পেছনে ইউপিএ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ "আরও এক হ্যান্ডলার" থাকতে পারে। তাঁর অভিযোগ, এলিজাবেথের একটি পাকিস্তানি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল, তবে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেটি বন্ধ হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট উত্তর দেননি।

শর্মা দাবি করেন, গৌরব গগৈ তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় এই পাকিস্তানি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের উল্লেখ করেননি। তাঁর মতে, গগৈয়ের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীর উচিত নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এলিজাবেথ কোলবার্নের উপস্থিতি ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর বলে তাঁর ভিসা বাতিলের আবেদন করা হবে।

গৌরব গগৈর পাকিস্তান সফর প্রসঙ্গে শর্মা বলেন, ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে গগৈ ১০ দিনের জন্য পাকিস্তানে ছিলেন। ভিসা ছিল শুধু লাহোরের জন্য, কিন্তু তিনি ইসলামাবাদ ও করাচিতেও যান। সেই সময় তিনি সামাজিক মাধ্যমে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন, যা সন্দেহজনক বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। শর্মার অভিযোগ, পাকিস্তান থেকে ফেরার পর সাংসদ হওয়ার পরে গগৈ লোকসভায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, পারমাণবিক কেন্দ্র ও সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত—মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতা, পীযূষ গোয়ালের পদত্যাগ দাবি সংযুক্ত কিসান মোর্চার

নয়াদিল্লি : ভারত—মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরই কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়ালের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি জানাল সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এসকেএম)। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসকেএম নেতারা বলেন, এই চুক্তি মার্কিন কৃষি খাতের বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের শামিল।

এসকেএম নেতাদের অভিযোগ, অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির কাঠামোর মধ্যে ড্রাইড ডিস্টিলার্স গ্রেইনস (ডিডিজি), পশুখাদ্যের জন্য লাল সরগম, ট্রি নাটস, তাজা ও প্রক্রিয়াজাত ফল, সয়াবিন তেল, ওয়াইন ও মদ্যপ পানীয়সহ একাধিক পণ্যের অন্তর্ভুক্তি মার্কিন সংস্থাগুলিকে ভারতের পশুখাদ্য বাজারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ দেবে। আপেল ও তুলা চাষিদের নেতারা বলেন, তুলা আমদানিতে কোনও শিথিলতা জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মতো রাজ্যগুলির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে।

সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃত্ব দাবি করেন, বাণিজ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য যে কৃষি ও দুগ্ধ খাত নাকি চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁদের মতে, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে ইতিমধ্যেই দুগ্ধজাত পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসকেএম নেতারা অভিযোগ করেন, পীযূষ গোয়াল সচেতনভাবেই ভুল তথ্য প্রচার করে কৃষক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। এই কারণেই তাঁর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভারত—মার্কিন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, তা না হলে দেশজুড়ে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন শুরু হবে।

এসকেএম নেতারা আরও দাবি করেন, ২০২৩—২৪ সালে ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক যেখানে শূন্য থেকে বেড়ে ৩ শতাংশ হয়ে বর্তমানে ১৮ শতাংশে পৌঁছেছে, সেখানে মার্কিন কৃষিপণ্যের উপর ভারতের শুল্কহার ৩০ থেকে ১৫০ শতাংশ থেকে নামিয়ে শূন্য করা হয়েছে। তাঁদের মতে, এর ফলে ভারতীয় কৃষি মার্কিন বহুজাতিক সংস্থার করুণায় ঝুলে পড়বে।

পশুপালন খাত নাকি আমদানিকৃত পশুখাদ্যের দাবি জানিয়েছে, মন্ত্রীদের এই বক্তব্যকেও প্রশ্ন করেন এসকেএম নেতারা। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, কোনও কৃষক কখনও আমদানিকৃত গবাদি পশুখাদ্যের দাবি তোলেননি। এসকেএম নেতা রাকেশ টিকাইত বলেন, কিছু পোলট্রি গোষ্ঠী ভুট্টা ও সয়াবিনভিত্তিক পশুখাদ্য আমদানির দাবি করছে, যাতে দেশে এই ফসলগুলির ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কমানো যায়। আমরা শুনেছি, আমেরিকার পশুখাদ্যে নন-ভেজিটেরিয়ান উপাদানও থাকতে পারে। সরকার কেন আমাদের গরুকে নিরামিষ-বিরোধী খাবার খাওয়াতে চায়? এসকেএমের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আরএসএস দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে এসেছে যে, যেসব পশুকে মাংস খাওয়ানো হয়, তাদের দুধ আমদানি করা উচিত নয়। সেটিই ছিল একটি অশুল্ক বাধা। এখন 'মাস্টার' ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপে আরএসএস নিজেদের দাবিই গিলে খেতে বাধ্য হয়েছে এবং পুরোপুরি নতিস্বীকার করেছে, মন্তব্য করেন নেতারা।

অল ইন্ডিয়া অ্যাপল ফার্মার্স ফেডারেশনের নেতা ও জম্মু ও কাশ্মীরের বিধায়ক এম ওয়াই তারিগামি বলেন, এই বাণিজ্য চুক্তি কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। তাঁর কথায়, "বিপণন ব্যবস্থার অভাব ও জলবায়ুজনিত সমস্যার কারণে আপেল চাষিরা আগেই সংকটে রয়েছেন। এই ঘোষণা আপেল ও ট্রি নাট চাষিদের জন্য বড় ধাক্কা। জম্মু ও কাশ্মীরের মতো রাজ্যে শিল্পের বিকল্প নেই, আপেল ও শুকনো ফলের চাষই মানুষের একমাত্র জীবিকা। কেন্দ্র সরকার কৃষকদের কথা না ভেবে আমেরিকার প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করছে।"

তুলা আমদানি প্রসঙ্গে জানানো হয়, ভারত প্রতি বছর অস্ট্রেলিয়া থেকে তিন লক্ষ বেল শুল্কমুক্ত তুলা পায়, আফ্রিকা থেকে ৫.৫ শতাংশ শুল্কে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩২ মিমির বেশি দৈর্ঘ্যের তুলা শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করা হয়। বর্তমানে কটন কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (সিসিআই) বিক্রিত ভারতীয় তুলার দাম ব্রাজিলীয় তুলার তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি। চলতি তুলা বিপণন মরশুমে (অক্টোবর ২০২৫—সেপ্টেম্বর ২০২৬) ইতিমধ্যেই বাজারে এসেছে ২২৫ লক্ষ বেল তুলা, এবং আরও প্রায় ১০০ লক্ষ বেল আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কটন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি অতুল গণাত্রা জানান, ভারতীয় তুলা যতদিন দামে বেশি থাকবে, ততদিন আমদানি চলতেই থাকবে, তবে ভারত—মার্কিন চুক্তির আওতায় তুলা আমদানির নির্দিষ্ট শর্ত এখনও স্পষ্ট নয়।

মহারাষ্ট্রের তুলা চাষিদের নেতা অজিত নাওয়ালে বলেন, ভারতের তুলা উৎপাদন অনেক বিদেশি দেশের তুলনায় কম। এই পরিস্থিতিতে শুল্কমুক্তভাবে মার্কিন তুলা আমদানি করা হলে দেশের তুলা চাষিদের অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে উঠবে। এসকেএম নেতারা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য কৃষকদের আহ্বান জানান এবং শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটকে সমর্থন করার ডাক দেন, যা তাঁদের মতে জনবিরোধী মোদি সরকারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব হবে।

দিল্লির বাতাস মানে সামান্য উন্নতি, 'মাঝারি' স্তরে পৌঁছাল একিউআই

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে রবিবার সকালে বাতাসের মানে সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও শহরের বিভিন্ন অংশে দূষণ এখনও উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৭টায় দিল্লির গড় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ছিল ১৯৬, যা 'মাঝারি' শ্রেণির মধ্যে পড়ে। শনিবার বিকেল ৪টায় এই একিউআই ছিল ২২৭, যা 'খারাপ' শ্রেণিভুক্ত ছিল। যদিও দূষণের মাত্রা কিছুটা কমেছে, তবুও শহরের বহু এলাকায় হালকা ধোঁয়াশা বজায় থাকায় সার্বিক বায়ুর মান এখনও সন্তোষজনক নয়।

দিল্লির একাধিক দূষণপ্রবণ এলাকায় এখনও 'খারাপ' স্তরের একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে। মুন্ডকায় সর্বোচ্চ একিউআই ২৬৬, এরপর পুসা (২৫৭), নরেলা (২৪৭), রোহিণী (২৪৭), অশোক বিহার (২৪৩), জাহাঙ্গিরপুরী (২৪২) এবং ওয়াজিরপুরে (২৩৯) দূষণের মাত্রা বেশি ছিল। এছাড়াও নেহরু নগর (২৩৭), শাদিপুর (২৩৬), বাওয়ানা (২৩১), বিবেক বিহার (২৩১), সিরিফোর্ট (২২২) এবং চাঁদনি চকে (২২০) একিউআই 'খারাপ' শ্রেণিতেই রয়ে গেছে।

অন্যদিকে, দিল্লির কিছু এলাকায় তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার বাতাস লক্ষ্য করা গেছে। শ্রী অরবিন্দ মার্গে সর্বনিম্ন একিউআই ছিল ১২৬। এছাড়া আইজিআই বিমানবন্দর (১৩১), আয়া নগর (১৩৬), লোধি রোড (১৩৯), মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়াম (১৪০), আইআইটি দিল্লি (১৪১) এবং মন্দির মার্গে (১৪৫) একিউআই 'মাঝারি' শ্রেণিতে ছিল।

রবিবারের বায়ুর মান অনেকটাই শনিবারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। শনিবার আনন্দ বিহারে একিউআই ছিল ২৬০ এবং আর কে পুরমে ২৩৭, উভয়ই 'খারাপ' শ্রেণিতে পড়ে। আইটিও এলাকায় সকালে একিউআই ছিল ২২৩ এবং চাঁদনি চকে ২৩২। তবে আয়া নগর (১৫১), আইজিআই বিমানবন্দর টার্মিনাল-৩ (১৩৮) এবং পুসা (১৫৭) এলাকাগুলি 'মাঝারি' পর্যায়ে ছিল।

সরকারি মানদণ্ড অনুযায়ী, একিউআই ০—৫০ হলে 'ভাল', ৫১—১০০ 'সন্তোষজনক', ১০১---২০০ 'মাঝারি', ২০১---৩০০ 'খারাপ', ৩০১—৪০০ 'অত্যন্ত খারাপ' এবং ৪০১—৫০০ 'ভয়াবহ' হিসেবে ধরা হয়।

এদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবার দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে, যা শহরের কিছু অংশে দৃশ্যমানতা ও বায়ুর মানের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের ৮ম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ ফেব্রুয়ারী,: অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের ৮ম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন রবিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি ভারতের ব্যাংক কর্মচারীদের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন। আগামী ২০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সংগঠনটি তার ৮০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করবে। ব্যাংক কর্মীদের কল্যাণে এই সংগঠনের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও বহু সাফল্য।

এআইবিইএ-এর রাজ্য সংস্থার উদ্যোগে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে আগরতলার রবীন্দ্র শতবর্ষী ভবনের নিকটবর্তী পার্কলাইন হোটেলে এই ৮ম ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাংক কর্মচারীদের অন্যতম শ্রদ্ধেয় নেতা ও এআইবিইএ-এর সাধারণ সম্পাদক সি এইচ ভেঙ্কটচালাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এআইবিইএ-এর সভাপতি রাজেন নাগার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক গৌরব শর্মা। উন্মুক্ত অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন ত্রিপুরা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক কুশল কুমার গুপ্ত।

সম্মেলনে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকিং খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও ব্যাংক একীভূতকরণের পর সৃষ্ট আর্থিক সংকট, তার প্রভাব, উত্তরণের উপায় এবং এই পরিস্থিতিতে ব্যাংক ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বিপ্লবী সুভাষ সংঘের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মেগা স্বাস্থ্য শিবির ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারী : বনমালীপুর বিধানসভার অন্তর্গত কলেজটিলা ও আদর্শপল্লী এলাকায় অবস্থিত বিপ্লবী সুভাষ সংঘের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যী।

অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ট ও গুণীজনদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি 'মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছতা পুরস্কার—২০২৬'-এর শুভারম্ভ করা হয়, যা এলাকায় পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

এদিন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যী জানান, মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছতা পুরস্কার—২০২৬ উদ্যোগটি তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবসায়ী, পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পাবেন, যা তাঁদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

তিনি আরও বলেন, শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত কলেজটিলা বাজার এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। মাদক কারবার ও সংশ্লিষ্ট অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে এলাকা মুক্ত রাখার জন্য স্থানীয় নেতৃত্ব, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এবং বাজার কমিটির প্রতিনিধিদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। রাজীব ভট্টাচার্যী বলেন, "সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একটি মাদকমুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব।"

অনুষ্ঠানের সূচনা ও বিভিন্ন কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়ে ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা আশা প্রকাশ করেন, এই নতুন উদ্যোগ শুধু জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতেই নয়, বাজার এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

প্রগতি স্কুলে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, সারদা মনি ও বিবেকানন্দের পূজা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ ফেব্রুয়ারী : রামকৃষ্ণ পাঠ চক্র রাধানগর ভাটি অভিনগর কৃষ্ণনগর আংশিক অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রবিবার আগরতলার প্রগতি স্কুলে শ্রী শ্রী স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস, সারদা মনি ও স্বামী বিবেকানন্দের পূজার আয়োজন করা হয়।

ধর্মীয় এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উদ্দীপনা ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ভক্ত ও অনুগামীরা পূজায় অংশগ্রহণ করে মহাপুরুষদের আদর্শ ও শিক্ষা স্মরণ করেন। শান্তিপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মানবতা, নৈতিকতা ও সমাজকল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এই পূজার আয়োজন করা হয়েছে।

বিলোনিয়া রেল স্টেশনে যৌথ অভিযানে ২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারী: আজ সকালে বিলোনিয়া রেল স্টেশনে রেল পুলিশ (জিআরপি) ও বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে ২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু ওই ঘটনায় কাউকে আটক করা যায় নি।

জানা গেছে, সকালবেলা স্টেশনে তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সন্দেহজনকভাবে অবস্থান করা দুই ব্যক্তি পুলিশকে দেখতে পেয়ে ব্যাগ ফেলে দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা ব্যাগ তল্লাশি করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাওয়া যায়। উদ্ধারকৃত গাঁজার ওজন আনুমানিক ২০ কেজি।

ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে জিআরপি। পুলিশ মনে করছে, এর সঙ্গে একটি বড় মাদক পাচার চক্রের যোগসূত্র থাকতে পারে। তদন্ত চলছে।

মণিপুরে চার জঙ্গি গ্রেপ্তার, উদ্ধার মর্টার ও আইইডি

ইম্ফল, ৮ ফেব্রুয়ারি : মণিপুর উপত্যকার বিভিন্ন জেলায় চাঁদাবাজি কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিভিন্ন সংগঠনের চার জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে।

পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শনিবার টেংনৌপাল জেলার ভারত—মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন ইয়াংগৌবুং এলাকা থেকে একটি মর্টার ও দুটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকগুলি বম্ব নিষ্ক্রিয়করণ দলের মাধ্যমে ঘটনাস্থলেই নিরাপদে ধ্বংস করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার ইম্ফল পূর্ব ও ইম্ফল পশ্চিম জেলা থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে নিষিদ্ধ সংগঠন প্রেপাক-এর দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই দিনে কাকচিং জেলার কাকচিং লামখাই এলাকা থেকে নিষিদ্ধ কেওয়াইকেএল-এর এক সদস্যকে আটক করা হয়।

এছাড়া শুক্রবার ইম্ফল পশ্চিম জেলার ক্যানচিপুর এলাকা থেকে নিষিদ্ধ ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (কেএনএলএফ---কে) বা ইউএনএলএফ (কে)-এর এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, রাজ্যে চাঁদাবাজি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের ধরতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান, কর্ডন ও সার্চ অপারেশন চালানো হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্যে শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সতর্ক ও সক্রিয় রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বাদশাহী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান শুরু, মোতায়েন বিপুল প্রশাসনিক বাহিনী

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি: আসামের শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত বাদশাহী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। রবিবার সকাল থেকেই এই অভিযান চালানো হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বন বিভাগ আগেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারগুলির বিরুদ্ধে সরকারি ভাবে উচ্ছেদ নোটিশ জারি করেছিল। নোটিশ পাওয়ার পর গত কয়েক দিনে বহু পরিবার স্বেচ্ছায় বনাঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তবে যাঁরা এখনও স্থান ত্যাগ করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রায় এক হাজার পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তালিকায় পাথারকান্দি বিধানসভা সমষ্টির ইছাপার, মাধবপুর, বালিয়া, মধুরবন্দ, ছাগলমোয়া, মাগুরা, যোগীছড়া, চাঁদপুর সহ একাধিক সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাসিন্দাদের নাম রয়েছে। গুগল ম্যাপ, জিপিএস এবং সরকারি নথিপত্র যাচাই করেই অবৈধ দখলদারদের চিহ্নিত করা হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

উচ্ছেদ অভিযানে প্রায় ৫০টি বুলডোজার, একাধিক হাতি এবং তিন শতাধিক কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন ডিএফও, এসিএফ, রেঞ্জ অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, বিএসএফ, কমান্ডো বাহিনী, আধাসেনা বাহিনী ও প্রোটেকশন টিমের সদস্যরা। একই সঙ্গে উচ্ছেদ এলাকায় সংবাদকর্মীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এই অভিযানে অবৈধ বসতবাড়ির পাশাপাশি রাবার বাগান, সুপারি বাগান ও ফিশারি গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বন বিভাগের ডিএফও অমল আর বরহাদি জানান, আগামী আরও তিন দিন ধরে এই উচ্ছেদ অভিযান চলবে। এর ফলে পাথারকান্দি এলাকায় প্রায় তিন হাজার বিঘা সরকারি জমি বেদখলমুক্ত হবে বলে প্রশাসনের আশা।

এদিকে, উচ্ছেদ নোটিশপ্রাপ্তদের বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বিজেপির নাম ভাঙিয়ে একটি অসৎ চক্র টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় টিআরইএসপি প্রকল্পের রাজ্যস্তরের বিশেষজ্ঞ দলের পর্যালোচনা সফর

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি: বিশ্বব্যাংক সহায়তাপ্রাপ্ত ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (টিআরইএসপি)-এর আওতায় রাজ্যস্তরের বিশেষজ্ঞ দল উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ধারাবাহিক পর্যালোচনা সভা ও মাঠ পরিদর্শন সম্পন্ন করে রবিবার আগরতলায় ফিরে আসে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে এই পর্যালোচনা সফর শুরু হয়।

বিশেষজ্ঞ দলে ছিলেন সোনালি লস্কর, ডা. জয়দেব মজুমদার (পশুপালন), বিশোরজিৎ হিজাম (মৎস্য) এবং সুব্রত শিব (কৃষি ও উদ্যানপালন)। সফরকালে পেঁচারথল, লালজুড়ি, দসদা ও জমপুই হিল আর.ডি. ব্লকে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাগুলিতে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, জেলা ও ব্লক স্তরের টিআরইএসপি আধিকারিক, টিএসএ প্রতিনিধি, কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন এবং বিভিন্ন প্রডিউসার গ্রুপের সদস্যরা অংশ নেন। পাশাপাশি একাধিক প্রকল্প এলাকায় মাঠ পরিদর্শন করা হয়।

পর্যালোচনার সময় উৎপাদন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ, আগাম মৌসুমি পরিকল্পনা, বিপণন ও ভ্যালু চেন উন্নয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন বিশেষত আদা প্রক্রিয়াকরণ, কাস্টম হায়ারিং সেন্টার গঠন এবং সিএসপি দিদিদের বকেয়া পারিশ্রমিক দ্রুত নিষ্পত্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভা ও মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠকর্মীদের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় আরও মজবুত হয়েছে বলে জানানো হয়।

এই পর্যালোচনা সফরের মাধ্যমে রাজ্যস্তরের দল গুরুত্বপূর্ণ মাঠভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। প্রকল্পের কার্যকর ও সময়োপযোগী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও ব্লকে এ ধরনের পর্যালোচনা সফর অব্যাহত থাকবে বলে কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে।আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি: বিশ্বব্যাংক সহায়তাপ্রাপ্ত ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (টিআরইএসপি)-এর আওতায় রাজ্যস্তরের বিশেষজ্ঞ দল উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ধারাবাহিক পর্যালোচনা সভা ও মাঠ পরিদর্শন সম্পন্ন করে রবিবার আগরতলায় ফিরে আসে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে এই পর্যালোচনা সফর শুরু হয়।

বিশেষজ্ঞ দলে ছিলেন সোনালি লস্কর, ডা. জয়দেব মজুমদার (পশুপালন), বিশোরজিৎ হিজাম (মৎস্য) এবং সুব্রত শিব (কৃষি ও উদ্যানপালন)। সফরকালে পেঁচারথল, লালজুড়ি, দসদা ও জমপুই হিল আর.ডি. ব্লকে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাগুলিতে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, জেলা ও ব্লক স্তরের টিআরইএসপি আধিকারিক, টিএসএ প্রতিনিধি, কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন এবং বিভিন্ন প্রডিউসার গ্রুপের সদস্যরা অংশ নেন। পাশাপাশি একাধিক প্রকল্প এলাকায় মাঠ পরিদর্শন করা হয়।

পর্যালোচনার সময় উৎপাদন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ, আগাম মৌসুমি পরিকল্পনা, বিপণন ও ভ্যালু চেন উন্নয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন বিশেষত আদা প্রক্রিয়াকরণ, কাস্টম হায়ারিং সেন্টার গঠন এবং সিএসপি দিদিদের বকেয়া পারিশ্রমিক দ্রুত নিষ্পত্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভা ও মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠকর্মীদের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় আরও মজবুত হয়েছে বলে জানানো হয়।

এই পর্যালোচনা সফরের মাধ্যমে রাজ্যস্তরের দল গুরুত্বপূর্ণ মাঠভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। প্রকল্পের কার্যকর ও সময়োপযোগী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও ব্লকে এ ধরনের পর্যালোচনা সফর অব্যাহত থাকবে বলে কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে।

রামনগর নবজাগরণ ক্লাবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, শিশুদের উৎসবমুখর অংশগ্রহণ

আগরতলা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ ফেব্রুয়ারী : রামনগর ৮ নম্বর রোডের নবজাগরণ ক্লাব প্রাঙ্গনে রবিবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে শিশুদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

নবজাগরণ ক্লাব সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। গতকাল থেকে ক্লাব প্রাঙ্গনে শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী শিশু উৎসব। এই উৎসবে নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বসে আঁকো প্রতিযোগিতারও আয়োজন রাখা হয়েছে।

রবিবার অনুষ্ঠিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ছোটদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ক্লাব প্রাঙ্গন ছিল উৎসবমুখর।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই এই প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি সমাজের সঙ্গে তাদের সংযোগ আরও দৃঢ় করাই এই ধরনের অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য বলে তাঁরা জানান।

ডিওয়াইএফআই ও উপজাতি যুব ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে 'প্রজন্ম বাঁচাও' কর্মসূচির সূচনা

আগরতলা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ ফেব্রুয়ারি: ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি যুব ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে 'প্রজন্ম বাঁচাও' কর্মসূচির শুভ সূচনা হল। মঙ্গলবার এডি নগরের স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী এই কর্মসূচির সূচনা করা হয়।জানা গেছে, পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই 'প্রজন্ম বাঁচাও' কর্মসূচি রাজ্যজুড়ে সংগঠিত করা হচ্ছে। এদিন কর্মসূচির সূচনা করেন প্রাক্তন ত্রিপুরা রঞ্জিত দলের অধিনায়ক অরুপ দেববর্মা।

াঙ্গন

পদ্মজং ফুটবল টুর্নামেন্ট জয়ী মিজোরামের কলেজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দীর্ঘ এক দশক পর আবারও কৈলাশহরের কলেজ মাঠে ফিরল ফুটবলের সেই চেনা উন্মাদনা। দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়, গ্যালারিতে উচ্ছ্বাস আর মাঠজুড়ে খেলোয়াড়দের দৃষ্টিনন্দন ক্রীড়াশৈলী স্পষ্ট করে দিচ্ছেখেলাধুলার প্রতি এখানকার মানুষের আবেগ আজও অটুট ।জেনারেল পদ্মজং মেমোরিয়াল ইনভাইটেশনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট’-কে ঘিরে ফের প্রাণ ফিরে পেয়েছে কৈলাশহরের ক্রীড়াঙ্গন ।ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ,যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানসম্পন্ন ফুটবল দল অংশগ্রহণ করেছে। রবিবার টুর্নামেন্টের সপ্তম দিনের খেলায় জয় ছিনিয়ে নেয় মিজোরামের কলেজ ভেং। কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এই হাইভোল্টেজ ম্যাচে তারা কলকাতার শক্তিশালী কলকাতার আরিয়েন্স একাডেমিকে ১—০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে ।খেলার শুরু থেকেই দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয়। প্রথমার্ধে উভয় দল একাধিক নিশ্চিত গোলের সুযোগ তৈরি করলেও ফিনিশিংয়ের অভাবে গোলের খাতা খুলতে ব্যর্থ হয়। ফলে গোলশূন্য অবস্থাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধের লড়াই ।দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণী মুহূর্ত আসে ।মিজোরামের ৮ নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার রোয়া দুর্দান্ত একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। যদিও এই গোলটিকে ঘিরে কলকাতার খেলোয়াড়রা অফসাইডের জোরালো দাবি জানালে মাঠে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তবে ম্যাচ রেফারিদের ধৈর্য্যশীলতা ও বুদ্ধিমত্তায় দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং রেফারির সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। শেষ পর্যন্ত এই একটি গোলই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দেয়। ম্যাচের একমাত্র গোলদাতা রোয়াকে ‘ম্যান অফ দ্য ম্যাচ’ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ম্যাচটি পরিচালনা করেন অভিজ্ঞ রেফারি বিপ্লব সিং ।টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী, আগামীকাল ৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে মণিপুরের ট্রাউ এবং জম্পুইজলা এফ সি।

আজকের খেলায় মাঠে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ।খেলা শেষে খেলোয়াড়দের হাতে স্মৃতি স্মারক এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পুরস্কার তুলে দেন মন্ত্রী সহ অতিথিবৃন্দ ।সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন,১০ বছর পর আমরা পদ্মজং ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করতে পেরেছি এই কৈলাশহরে। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সহযোগিতা করছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের খুব ভালো ভালো টিম এখানে অংশগ্রহণ করছে। আগামী ১৭ তারিখ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে এবং আমরা আশাবাদী সেখানে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন ।মন্ত্রী আরও জানান, ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘স্টেট গেমস’ বা রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই তিন দিনব্যাপী মহোৎসবে ফুটবল, কাবাডি, খো-খো, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টনসহ প্রায় ১৮টি ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা অংশ নেবে। এই আয়োজন রাজ্যজুড়ে এক নতুন ক্রীড়া সংস্কৃতির সূচনা করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে ।কৈলাশহর কলেজ মাঠের আধুনিকীকরণ নিয়েও রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানের জন্য মাঠটি ব্যবহৃত হলেও ভবিষ্যতে বিকল্প ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে এখানে সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাক ও আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল মাঠ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি মাঠ সংলগ্ন এলাকায় নির্মীয়মান একটি ইনডোর হলে ব্যাডমিন্টন, যোগব্যায়াম ও জিমনাস্টিকের মতো ইনডোর খেলাধুলার আয়োজন করা যাবে ।মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ছেলেমেয়েদের মাঠমুখী করা এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যেই আমরা ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিচ্ছি। গতকালই ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি লন টেনিস কোর্ট নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠের ইনডোর হলের পাশেই তৈরি হবে।

খেলাধুলাকে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ত্রিপুরার ক্রীড়াঙ্গনকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারির মেগা ফাইনালের মধ্য দিয়েই এই ফুটবল উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ম্যাট্রিক্স দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান প্রজ্ঞান, ত্রিবান্দম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান হলো প্রজ্ঞান দাস এবং ত্রিবান্দম দাস। ম্যাট্রিক্স একাডেমির উদয়পুর শাখা আয়োজিত একদিনে র‍্যাপিড দেওয়া প্রতিযোগিতায়। জগন্নাথ দিঘির পশ্চিম পাড়ে একাডেমির অফিস বাড়িতে অনুষ্ঠিত আসরে দু বিভাগে অংশ নিয়েছে ৩৫ জন দাবাড়ু। দু বিভাগে- জুনিয়র এবং সিনিয়র। জুনিয়র বিভাগের চার রাউন্ডে পুরো চার পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ত্রিবান্দম দাস। ৩ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে রেশব দেবনাথ, রাজর্ষি বর্ধন, দেবাংশ দেব এবং ধ্রুজ্যোটি কিশোর দেবনাথ। সিনিয়র বিভাগের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রজ্ঞান দাস। পরের তিনটি স্থান দখল করে যথাক্রমে শুভ্রনীল আচার্য, বিপ্রজিত পাটোয়ারী এবং পৃথ্বীরাজ সাহা (জুনিয়র) ।খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন অভিভাবকরা। সেন্টারের দাবাড়ুদের উন্নতির জন্য প্রতি মাসেই এই আসর করা হবে বলে জানিয়েছেন কোচ কিরীটি দত্ত ।আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে দাবাড়ুদের মধ্যে।

দলে ট্যাক্সিচালক থেকে শিক্ষক! ইডেনে সোমে টি২০ বিশ্বকাপে অভিষেক, ফুটবলের দেশ ইটালির ক্রিকেট ইতিহাস ২৩৩ বছরের

সোমবার সকালে ইডেনের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কেউ ভাবতে পারেন, ভারতে কি ফুটবল বিশ্বকাপ চলছে? আর সেখানেই নামছে চার বারের বিশ্বজয়ী ইটালি? না, ফুটবল নয়, ক্রিকেটের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে নামছে ইটালি। প্রথম বার ক্রিকেটের কোনও বড় প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে আজুরিদের।

যদি ভাবেন, ইটালিতে ক্রিকেটের চল কয়েক বছর হল শুরু হয়েছে, তা হলে ভুল ভাববেন। সে দেশে ক্রিকেটের পা পড়েছিল ফুটবলেরও আগে। ব্রিটিশ নাবিক, আমলা, ব্যবসায়ীদের হাত ধরে ইউরোপের দেশে ক্রিকেট পৌঁছেছিল। কিন্তু এই খেলা জনপ্রিয়তা পায়নি। ফুটবলের কাছে পিছিয়ে পড়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী তা সীমাবদ্ধ ছিল দেশের কিছু এলাকায়। কিন্তু কোনও দিন হারিয়ে যায়নি। ক্রিকেটের যে সলতে সেখানে পাকানো হয়েছিল, তাতেই আগুন ধরেছে। ৯ ফেব্রুয়ারি ইডেনে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ইটালি। ঘটনাচক্রে তাদের প্রথম খেলা ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ায় স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। এই দুই দল ছাড়া গ্রুপ সি-তে রয়েছে ইংল্যান্ড, নেপাল ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ইটালির এই দলে নানা সংস্কৃতির মেলবন্ধন। বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটার রয়েছেন সেখানে। যেমন ইটালিতে জন্ম নেওয়া ক্রিকেটার রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার। প্রত্যেকের পেশা যে ক্রিকেট তেমনটাও নয়। কেউ কেউ সারা বছর ক্রিকেট খেললেও অনেকে অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। তালিকায় শিক্ষক থেকে ফিজিয়োথেরাপিস্ট, হোটেলকর্মীরাও রয়েছেন।

দলের অধিনায়ক ৪২ বছর বয়সি ওয়েন ম্যাডসন। ১৫ জনের দলে সবচেয়ে বড় তারকা জেজে স্মাটস। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন তিনি।

রয়েছেন দু’জোড়া ভাই হ্যারি ও বেঞ্জামিন মানেনটি এবং অ্যান্থনি ও জাস্টিন মস্কা। প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলতে নামলেও তাঁরা যে শুধু নাম কা ওয়াস্তে খেলতে আসেননি তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ম্যাডসন। বলেন, “আমরা ম্যাচ জিততে চাই।

ভাল ক্রিকেট খেলতে চাই। দলের ছেলেরা বেশ কিছু দিন ধরে একসঙ্গে খেলছে। বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী।”

১৭৯৩ সালে নাপোলিতে পা রাখেন ব্রিটিশ সৈনিক অ্যাডমিরাল হোরাশিয়ো নেলসন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন তিনি। সফলও হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে নাপোলি থেকে ৬ হাজারের বেশি সৈন্য ইটালি পাড়ি দেন। নাপোলিতে থাকাকালীন ফাঁকা সময়ে বাকিদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতেন নেলসন। সেই প্রথম ক্রিকেটের শুরু সে দেশে।

এক শতাব্দী পরে ১৮৯৩ সালে ইটালিতে ইংল্যান্ডের দূতাবাসের কর্মীরা জেনোয়া ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিক ক্লাব শুরু করেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ক্রিকেটকে টেক্কা দিয়ে দেয় ফুটবল। জেনোয়াতে ফুটবল ক্লাব চালু করেন জেমস রিচার্ডসন। সেই ক্লাব ১৮৯৮ সালে ইটালির প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা জেতে। ১৮৯৯ সালে ইটালির প্রথম ফুটবলার হিসাবে বিদেশে খেলতে যান হারবার্ট কিলপিন। সেখানে কয়েক জন ব্যবসায়ী তাঁকে ইটালিতে ক্লাব তৈরির প্রস্তাব দেন। হারবার্ট তৈরি করেন মিলান ক্রিকেট ও ফুটবল ক্লাব। পরবর্তী কালে এই ক্লাবেরই নাম হয় এসি মিলান। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সেখানে ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেট খেলাও হত। কিন্তু ১৯১৯ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়।

কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি : ইনিংসে পরাজয়ের ট্র্যাডিশন অব্যাহত ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইনিংসে পরাজয়ের ধারা অব্যাহত ত্রিপুরার। টানা তিন ম্যাচ হয়ে গেল, মহারাষ্ট্রের পর দিল্লি, আর দিল্লির পর আজ তামিলনাড়ু। ইনিংস সহ বিশাল রানের ব্যবধানে পরাজয়টা ত্রিপুরা দলের কাছে ট্র্যাডিশনাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে তামিলনাড়ু প্রত্যাশিতভাবেই ইনিংস সহ ১৪৪ রানের বড় ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করে এলিট সি গ্রুপে প্রথম সারিতে উঠে আসার সুযোগ পেয়েছে। বিসিসিআই আয়োজিত কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এলিট গ্রুপের খেলায় ত্রিপুরা দলকে গত আরও দু-টি ম্যাচের মতোই তামিলনাড়ুর কাছেও ইনিংস সহ ১৪৪ রানের বড় ব্যবধানে হেরে পয়েন্ট খোঁয়াতে হয়েছে। ডিন্ডিগুলে এনপিআর কলেজ গ্রাউন্ডে শুক্রবারে শুরু হওয়া ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরা ৬০ ওভার ৪ বল খেলে ১৬৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সেন্টু সরকার সর্বাধিক ৮৪ রান পায়। তামিলনাড়ুর শচীন রাঠি ৩২ রানে ছ-টি উইকেট পেয়েছিল।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে তামিলনাড়ু দুদিন মিলিয়ে ১০৪ ওভার ৩ বল খেলে ৯ উইকেটে ৪২৮ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। দলের পক্ষে ওপেনার অমিত সাদভিকের ১৮৩ রান, মানব পারাখের ৯০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার পারভেজ সুলতান ৭৫ রানে তিনটি এবং তনয় মন্ডল ও সন্দীপ সরকার দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। ২৬০ রানে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরা দল দুদিন মিলিয়ে ৬০ ওভার ৪ বল খেলে ১১৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে তন্ময় দাসের ৩৯ রান এবং সেন্টু সরকারের ২৫ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। তামিলনাড়ুর বিগনেশ ৩৫ রানে ৫টি উইকেট এবং শচীন রাঠি ২৮ রানে মে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে বোনাস সহ তামিলনাড়ু মোট ১৬ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে বোলিং ও ব্যাটিং পয়েন্ট এর সুবাদে বিজিত ত্রিপুরা দল পেয়েছে চার পয়েন্ট।

সিনিয়র মহিলা জাতীয় ক্রিকেটে পাঞ্জাবের কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচে যে চারটি দল পরাজিত হয়েছিল। তার মধ্যে তিনটি দলই দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু ত্রিপুরা। সিনিয়র মহিলাদের জাতীয় এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দল আজ টানা দ্বিতীয় পরাজয় স্বীকার করেছে। প্রথম ম্যাচে হায়দ্রাবাদের কাছে ৫৮ রানে পরাজিত হলেও আজ, রবিবার পাঞ্জাবের কাছে ৪৫ রানে হেরে পয়েন্ট খোঁয়াতে বাধ্য হয়েছে। রাঁচিতে ঊষা মার্টিন গ্রাউন্ডে সকাল ন’টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পাঞ্জাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২২৯ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার ঋদ্ধিমা আগরওয়াল এর ৬৫ রান এবং সৃষ্টি রাজপুতের অপরাজিত ৫২ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। নিতু সিং পেয়েছে ৪১ রান। রাজ্য দলের রোহিণী মানে ৪৩ রানে চারটি এবং সুরভী রায় ৩৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। রেশমা নায়েক পেয়েছে একটি উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দল ৪৪ ওভার ১ বল খেলে ১৮৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে অধিনায়ক ঋজু সাহার ৩৬ রান, ঝুমকি দেবনাথের ৩৫ রান, রেশমা নায়েকের ২২ রান, ইন্দ্র রানী জমাতিয়া-র ১৯ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। পাঞ্জাবের অক্ষিতা ভগত ২৯ রানে তিনটি উইকেট পায়। এছাড়া, মান্নাত কাশ্যপ ও প্রিয়া কুমারী পেয়েছে দুটি করে উইকেট। দুর্দান্ত ব্যাটিং এর স্বীকৃতি হিসেবে পাঞ্জাবের সৃষ্টি রাজপুত পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিরাটকে টপকালেন সূর্য, টানা জয়ে ইতিহাস টিম ইন্ডিয়ার, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই রেকর্ডের ফুলঝুরি

১৯ মাস আগে ব্রিজটাউনের সেই মায়াবী রাতের কথা এখনও গেঁথে আছে ভারতীয় সমর্থকদের মনে। মাঠের মাঝে তেরঙ্গা গেঁথে দেওয়ার দৃশ্যও এখনও সজীব। সেদিনের কাণ্ডারী রোহিত শর্মা শনিবারও মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বসে দেখছিলেন নিজের উত্তরসূরিদের। হয়তো ভাবছিলেন, লিগ্যাসি যার হাতে দিয়ে গিয়েছেন সেই সূর্যকুমার যাদব সেই লিগ্যাসি ধরে রাখার যোগ্য দাবিদার বটে।

নাহলে পুরো ব্যাটিং ইউনিটের গণ-ব্যর্থতার দিনও ভারত যেভাবে অনায়াসে জিতল, সেটা সম্ভব হত না ।আর সেটা সম্ভব হল অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের অপরাজিত ৮৪ রানের ইনিংসের জন্য। নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকেই রানে ফিরেছেন সূর্য। ওয়াংখেড়ে আবার তাঁর ঘরের মাঠ। উলটোদিকে পরপর উইকেট যেতে দেখেও একবারের জন্য কেঁপে যাননি। বরং একটা দিক থেকে পালটা দেওয়ার কাজটা তিনি চালিয়ে গেলেন। ওয়াংখেড়েতে ৪৯ বলে ৮৪ নট আউটের যে ইনিংসটা তিনি খেললেন, পরিস্থিতি বিচার তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ইনিংস হয়ে থাকবে।

এই ইনিংসে ভারত অধিনায়ক একাধিক রেকর্ডও ভেঙেছেন। সূর্য শনিবার প্রত্যাশিতভাবেই ম্যাচের সেরা হয়েছেন। টি-২০ ক্রিকেটে বিরাট কোহলিকে টপকে সবচেয়ে বেশি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ খেতাব এখন তাঁরই দখলে। ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে মোট ১৭ বার ম্যাচের সেরা হয়েছেন ভারত অধিনায়ক। এতদিন এই রেকর্ড ছিল বিরাটের হাতে। তিনি ১৬ বার ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন। শনিবার ভারত মোট ১৬১ রান করেছিল। সূর্য ৮৪। অর্থাৎ মোট রানের ৫২ শতাংশই এসেছে অধিনায়কের ব্যাট থেকে। যা কিনা ভারতীয়দের মধ্যে টি-২০ ক্রিকেটে চতুর্থ সর্বোচ্চ। এর আগে বিরাট এক ইনিংসের ৫৯ শতাংশ, রোহিত এক ইনিংসের ৫৮ শতাংশ এবং রায়না এক ইনিংসের ৫৪ শতাংশ রান করেছেন। অধিনায়ক হিসাবে বিশ্বকাপে অভিষেক ম্যাচেই ৮৪ রান। টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে এটা দ্বিতীয় সর্বাধিক। ২০০৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়কত্ব করার সময় প্রথম ম্যাচে ৮৮ রান করেছিলেন গেইল। তারপরই সূর্যর স্থান ।এ তো গেল সূর্যর একার রেকর্ড। টিম ইন্ডিয়া দলগতভাবে যে রেকর্ড গড়েছে, সেটা এককথায় ইতিহাস। টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত এই নিয়ে টানা ৯ ম্যাচ জিতল। এর আগে ২০২৪ সালে সব ম্যাচেই জিতেছিল ভারতীয় দল। আর ২০২৫ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেও জয় এল। আসলে ২০২৪ বিশ্বকাপের পর থেকে ভারত জিতেছে ৮৮ শতাংশ ম্যাচ। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, বিশ্বজুড়ে ‘মস্তানি’ চালিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। সেই মস্তানি এখনও অক্ষুণ্ণ। এর আগে টানা জয়ের রেকর্ড ছিল অজিদের হাতে। অ্যারন ফিঞ্চের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ২০২২-২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা ৮ ম্যাচ জেতে।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে কসমোপলিটনকে লড়াইয়ে রেখে বড় স্কোরের লক্ষ্যে বিসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এমবিবি স্টেডিয়ামে বনমালী পুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি) সারাদিনে ১০০ ওভার ব্যাট করে নিয়েছে। প্রথম ইনিংসে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাট চালিয়ে বড় স্কোরের লক্ষ্যে বিসিসি অংক কষে খেলছে। প্রতিপক্ষ কসমোপলিটন কে যথেষ্ট সমীহ করেই ম্যাচটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হতে পারে ধরে নিয়ে বিসিসি উইকেটে টিকে থাকার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে এগোচ্ছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের।

এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে বিসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দারুন ভাবে দিনভর টিকে থাকার উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করে সারাদিনে ১০০ ওভার খেলে আট উইকেট হারিয়ে ২৬৩ রান সংগ্রহ করেছে।

দলের পক্ষে সন্দীপন দাস সর্বাধিক ৪০ রান পেয়েছে। এছাড়া, মৈনাক সাহার ৩৪ রান, সাগর সূত্রধরের ৩৩ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। তবে ক্রীশ ৩৪ রানে এবং আকাশ দেবনাথ ৬ রানে উইকেটে রয়েছে। এদিকে, কসমোপলিটনের শাহীন জামান চৌধুরী ৬৬ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, অধিনায়ক দেবজ্যোতি পাল ও অংশ ভাটনগর দুটি করে উইকেট পেয়েছে। উদয়ন বর্মন পেয়েছে একটি উইকেট।

ফাইনালের আগে চাপ, রাতে ঘুম হয়নি বৈভবের! লক্ষ্য আরও বড়, ছোটদের বিশ্বকাপের সাফল্যে গা ভাসাতে নারাজ ১৪ বছরের ব্যাটার

অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার। ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮০ বলে ১৭৫ রানের ইনিংস। ১৪ বছর বয়সেই তারকা হয়ে উঠেছে বৈভব সূর্যবংশী। বিহারের কিশোর অবশ্য ছোটদের বিশ্বকাপের সাফল্যে ভেসে যেতে নারাজ। তার লক্ষ্য অনেক দূর।

সমস্তিপুরের বাসিন্দা ছোটদের বিশ্বকাপ জয়কে তার ক্রিকেটজীবনের শুরু হিসাবে দেখতে চাইছে। নিজের পারফরম্যান্সে খুশি হলেও তার মধ্যে বাড়তি উচ্ছ্বাস নেই। বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়ে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে সমাজমাধ্যমে বৈভব লিখেছে, “ব্যাটিং খুব উপভোগ করেছি। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে ভীষণ ভাল লাগছে। এই জয়টা আমার হৃদয়ের একটা বিশেষ জায়গায় থাকবে। আমাকে সকলে যে ভালবাসা দিয়েছেন, তাতে আমি সত্যিই অভিভূত।” একই সঙ্গে বৈভব লিখেছে, “আমাকে আরও অনেক দূর যেতে হবে।”

একটি ক্রীড়া ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফাইনালের আগে চাপের কথা মেনে নিয়েছে বৈভব। সে বলেছে, “ফাইনালের আগের রাতে ঘুম হয়নি। মনে হয় ১ বা ২ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। ফাইনাল খুব বড় ম্যাচ। আমরা ফাইনালটা আরও একটা ম্যাচ হিসাবে ভাবতে চেয়েছিলাম। অস্বীকার করব না, আমরা সকলে একটু হলেও চাপে ছিলাম। ফাইনালের আগে সব দলই চাপে থাকে। অন্য দেশের ক্রিকেটারেরা হয়তো একাধিক বার অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পায়। কিন্তু আমরা ভারতের ক্রিকেটারেরা এক বারের বেশি খেলতে পারি না। একটাই সুযোগ। তাই ফাইনাল জিতে স্মরণীয় কিছু করতে চেয়েছিলাম আমরা। আমাদের সুযোগ খুব কম। সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি আমরা।”

১৪ বছরের ব্যাটার আরও বলেছে, “বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। বাবাকে বললাম, আমার স্বপ্নের অর্ধেক সফল হয়েছে। আমি বড়দের বিশ্বকাপও খেলতে চাই। এই স্বপ্নটাও পূরণ করতে হবে। সব ক্রিকেটারই চায় দেশের হয়ে বিশ্বকাপ খেলতে এবং জিততে। আমি আলাদা নই। এখন আমার ওটাই লক্ষ্য।”

ফাইনালে শতরানের সময় ২২ গজে বৈভবের সঙ্গে ছিলেন আয়ুষ মাত্রে। সে সময় অধিনায়ক কোনও পরামর্শ দিয়েছিলেন? বৈভব বলেছে, “হ্যাঁ, শতরানের আগে আয়ুষ ভাই একটু ধরে খেলতে বলেছিলেন। খুচরো রান নিয়ে শতরান পূর্ণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমার অন্য রকম ভাবনা ছিল। চেয়েছিলাম যতক্ষণ ক্রিজে থাকব, ততক্ষণ ইংল্যান্ডকে চাপে রাখব। ওদের লড়াই থেকে ছিটকে দেওয়াই ছিল আমার লক্ষ্য। ম্যাচের প্রথম ইনিংসেই আমাদের দাপট বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। শুধু আমার ইনিংসের কথা বললে হবে না। সকলের অবদান রয়েছে। না হলে কি আমরা ৪১১ রান তুলতে পারতাম?”

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নীতি অনুযায়ী, এক জন ক্রিকেটার এক বারই অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পায়। বিষয়টি অজানা নয় বৈভবেরও। ১৪ বছরের ব্যাটারের নজর এ বার বড় ক্রিকেটে। সেখানেও নিজেকে প্রমাণ করতে চায় সমস্তিপুরের কিশোর।

ব্যাকফুটে সোনামুড়া, লিড নিয়ে সেমিফাইনালের লক্ষ্যে এগিয়ে ধর্মনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দিনেই জয়ের ভিতগড়ে নিয়েছে ধর্মনগর। খেলোয়াড়দের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে প্রথম দিনের খেলা শেষে ধর্মনগর ১১৩ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে আরও ছয় উইকেট বর্তমান। ৯৫ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যাওয়া দল সোনামুড়ার সামনে ধর্মনগরের লক্ষ্য রয়েছে দুই শতাধিক রানের টার্গেট ছুঁড়ে দিতে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের। টি আই টি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে ধর্মনগর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ৩২ ওভার ৫ বল খেলে ১৪৬ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে প্রদীপ পাল সর্বাধিক ৪৬ রান পায়। সোনামুড়ার রাহুল বর্মন, রায়হান আহমেদ আরমান এবং আকাশ দেব দাস প্রত্যেকে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়ার ইনিংস ৯৫ রানে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ৩৫,ওভার ১ বল খেলে। রায়হানের আরমানের ব্যাটে সর্বাধিক ২৪ রান আসে। ধর্মনগরের অভয় চক্রবর্তীর ২৮ রানে চারটি উইকেট পায়। এছাড়া, অধিনায়ক কার্তিক পাল ও দিব্যরূপ দেবনাথ তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। ৫১ রানে লিড নিয়ে ধর্মনগর দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২২ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে ৬২ রান সংগ্রহ করে।

জেসিসি-কে ব্যাকফুটে রেখে বড় স্কোরের লক্ষ্যে কৈলাশহর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে কৈলাশহর। প্রথম দিনের খেলা শেষে ১২৩ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে তাঁদের আরও ৬ উইকেট বর্তমান। প্রথম ইনিংসে ভালো লিড নিতে পারলে ম্যাচের দ্বিতীয় দিনেই জয়ের বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। খেলা কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের। জেসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩৬ ওভার ৫ বল খেলে ৫৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সায়ন পাল সর্বাধিক ১২ রান সংগ্রহ করে। কৈলাশহরের সুদীপ দেবনাথ ৩৫ রানে চারটি, আব্দুল করিম ৩১ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। আমন যাদব পেয়েছে একটি উইকেট।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কৈলাশহর ৫৩ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। এর মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়ক অনীক দে ৬২ রানে আউট হয়ে সাজঘরে ফিরলেও আমন যাদব উইকেটে রয়েছে ব্যক্তিগত ৫৭ রানে। সঙ্গে সুদীপ দেবনাথ ১৫ রান হাতে নিয়ে। জেসিসি-র শঙ্কর দাস দুটি এবং অনীক দাস ও মাহিন চৌধুরী একটি করে উইকেট পেয়েছে।

স্টেট গেমসের ম্যাসকট মশাল হাতে চশমা বানর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা স্টেট গেমস এর ম্যাসকট মশাল হাতে চশমা বানর। আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হলো এই স্টেট গেমসের ম্যাসকট। আগামী ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্য জুড়ে ১৮ টি ইভেন্টের উপর স্টেট গেমস অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় তিন হাজার ক্রীড়াবিদ এবং অফিসিয়ালদের সমারোহ ঘটবে এই স্টেট গেমসে। আজ, রবিবার বেলা এগারোটায় শহরের অভিজাত হোটেলের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্টেট গেমস এর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়।

অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটে বিশালগড়কে চাপে রেখে এগুচ্ছে মোহনপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উইকেটে টিকে থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করছে মোহনপুরও ।সারাদিনে ৯১ ওভার ব্যাট করে নিয়েছে তারা। প্রথম ইনিংসে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাট চালিয়ে বড় স্কোরের লক্ষ্যে মোহনপুর হিসেব করে খেলছে। প্রতিপক্ষ বিশালগড় কে গুরুত্ব দিয়ে ম্যাচটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হতে পারে ধরে নিয়ে মোহনপুর উইকেটে টিকে থেকে বড় স্কোর গড়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দিনভর টিকে

আগরতলায় শুরু পাঁচ দিনের আন্তর্জাতিক নাট্যমহোৎসব

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার আয়োজনে বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক নাট্যমহোৎসব - ২৫তম ভারত রঙ্গ মহোৎসব ২০২৬ এর দেশব্যাপী উদযাপন এবার আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রের আনন্দ অডিটোরিয়ামে পাঁচ দিনের বর্ণময় নাট্য-উৎসবের আজ সূচনা হয়েছে। যেখানে ভারতের নানা প্রান্তের বহুমাত্রিক নাট্যস্বর, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক বয়ান সমস্বরে উচ্চারিত হবে।

উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পিকে চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংস্কৃতি উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, আসামের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বাহারুল ইসলাম ও সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী তরুবালা দেববর্মা, এন.এস.ডি টি.আই.ই উইং ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের পরিচালক বিপ্লব বরকাকতী। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পি. কে. চক্রবর্তী বলেন,ত্রিপুরার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ। জাতি জনজাতি মিশ্র ভাষাগষ্টির এই রাজ্যে সংস্কৃতির বিকাশে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাহারুল ইসলাম বলেন, নাটক হচ্ছে সরাসরি দর্শকের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার একটি মাধ্যম। তাকে আরও শক্তিশালী করলে সমাজ শক্তিশালী হবে।তরুবালা দেববর্মা বলেন ছেলে মেয়েদের মানসিক দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতিক চর্চা অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে নেশার কবল থেকে যুব সমাজকে মুক্ত করতে এই ধরনের নাট্যোৎসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আজ আগরতলায় নাট্যোৎসব শুরু হয়েছে ”টেম্পটেশন্স” নাটক দিয়ে, যার লেখক হিমাংশু বি. জোশি এবং পরিচালক বিপ্লব বরকাকতী। টিআইই উইং ত্রিপুরার এই প্রযোজনা দিয়েই রাজ্যে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। ০৯ ফেব্রুয়ারি মঞ্চস্থ হবে ”মুক্ত নিসঙ্গ”, আন্তন চেখভের রচনার অসমীয় রূপান্তর, নির্দেশনা বাহারুল ইসলাম। গুয়াহাটির সিগাল দলের এই আবেগঘন প্রযোজনা নিখুঁত অভিনয় ও সূক্ষ্ম গল্পভঙ্গির জন্য দর্শকদের আকর্ষণ করবে। ১০ ফেব্রুয়ারি উপস্থাপিত হবে ”গিফ অফ গডেডস (সোলো)”, লিখেছেন হারিকেশ মৌর্য্য, নির্দেশনা রমন কুমার। দিল্লির একক শিল্পীর পরিবেশিত এই হিন্দি নাটক দর্শকদের দেবে অন্তরঙ্গ থিয়েটারের অভিজ্ঞতা।

১১ ফেব্রুয়ারি মঞ্চে উঠবে ”মনময়ী গার্লস” স্কুল”, লেখক শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, নির্দেশনা সীমা মুখার্জী। রংরূপ, কলকাতার এই ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটের বাংলা ক্লাসিক প্রযোজনা একদিকে নস্টালজিক, অন্যদিকে প্রাণবন্ত। ১২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা অধ্যায়ের সমাপ্তি হবে ”অর্জুন ভঞ্জন” নাটক দিয়ে, গুরু শিষ্য পরম্পরাগত অঙ্কিয়া ভাঁওনা ঘরানার উপর ভিত্তি করে, লিখেছেন মহাপুরুষ মাধব দেব এবং নির্দেশনা ভাবেন বরবায়েন। টিআইই উইং ত্রিপুরার পরিবেশনায় ব্রজবুলি ভাষায় এই নাটক উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান হিসাবে মঞ্চস্থ হবে। ২৫তম ভারত রঙ্গ মহোৎসব , ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার উদ্যোগে বিশ্বে সবচেয়ে বৃহৎ আন্তর্জাতিক নাট্যমহোৎসব। ২০২৬ সালের উৎসব ২৭ জানুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে ২২৮টি ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষায় ২৭৭টিরও বেশি প্রযোজনা প্রদর্শিত হবে। উৎসবে অংশ নিচ্ছে ৯টি দেশ এবং ভারতের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে বহু নাট্যদল। এই উৎসব ইতিমধ্যেই কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মহারাষ্ট্র, গুজরাটসহ বহু রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, পাশাপাশি এর মূল কেন্দ্র দিল্লির মাণ্ডি হাউস চত্বর।

সারা দেশের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে, এমনকি প্রতিটি মহাদেশে নাট্যপ্রদর্শনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই উৎসব। ভারতের বহুমাত্রিক নাট্যপরম্পরাকে উদযাপন করতে বিআরএম ২০২৬-এ শিশুদের নাট্যদল, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং সমাজের প্রান্তিক অংশের শিল্পীরা অংশ নিচ্ছেন, যা এনএসডি-র অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও নাটকের সর্বজনীনতাকে পুনর্ব্যক্ত করে।

নাটকের বিস্তার ও গণতন্ত্রীকরণ এর লক্ষ্যে এনএসডি অবিরত কাজ করে চলেছে। সম্প্রতি এনএসডি চালু করেছে ”রঙ্গ আকাশ”, নাটক-কেন্দ্রিক ইন্টারনেট রেডিও প্ল্যাটফর্ম এবং ”নাট্যম”, একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে এনএসডির বহু মূল্যবান প্রযোজনা দেশের নাট্যপ্রেমীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজজীর ৭৮তম জন্মদিন পালন ১০ ফেব্রুয়ারি

আগরতলা : আগামী মঙ্গলবার ১০ ফেব্রুয়ারি মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি ও বর্তমান আচার্য পরম পূজনীয় শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজজীর ৭৮তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সম্পাদক সুদীপ রায় জানিয়েছেন, জন্মদিন উপলক্ষে আগরতলায় মহানামব্রত সরণী স্থিত শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গন-এ দিনভর নানান মাঙ্গলিক কার্যক্রমের পর সন্ধ্যাবেলায় আচার্য দেবের শ্রী পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে সকল গুরু ভাইবোন ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে।

তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীণভাবে সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে।

রাজ্যে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা বৃদ্ধি, আশিস দেববর্মার উপর দুষ্কৃতীদের আক্রমণ

আগরতলা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ ফেব্রুয়ারী : রাজ্যে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাতে দুষ্কৃতীদের আক্রমণের শিকার হলেন সাংবাদিক আসিস দেববর্মা। জানা যায়, তাঁর বাড়ি খুমুলুঙ এলাকায়। হামলাকারীরা বন্দুকের বার দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা খুমুলুঙ রাধাপুর থানায় উপস্থিত হয়ে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করেন।

সাংবাদিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্যে বারবার সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ত্রিপুরা প্রভিনসিয়াল ব্যাংক এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠিত

আগরতলা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ ফেব্রুয়ারী: ত্রিপুরা প্রভিনসিয়াল ব্যাংক এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশনের আগামী তিন বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। রবিবার আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে অ্যাসোসিয়েশনের ৮তম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্স থেকেই নতুন কমিটির ঘোষণা করা হয়। কনফারেন্স অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় ব্যাংক এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সি এইচ ভেঙ্কটাচালাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রভিনসিয়াল ব্যাংক এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সম্পাদক রাহুল গুপ্ত এবং এআইবিওএ ত্রিপুরা শাখার সাধারণ সম্পাদক কুশল কুমার গুপ্ত।

এসআইআর ইস্যুতে আদালতে যাওয়া নিয়ে মমতাকে সমর্থন মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।। এসআইআর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তবে একই সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, এই পদক্ষেপ আরও আগেই নেওয়া উচিত ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। পাশাপাশি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার বলেন, এসআইআর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত হলেও এতে কিছুটা দেরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর মতে, বিষয়টি শুরুতেই আইনি স্তরে চ্যালেঞ্জ করা প্রয়োজন ছিল।

এদিন তিনি অভিযোগ, আসন্ন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই পরিকল্পিতভাবে এসআইআর কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। মূলত তাতে মুসলিম সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, শাসক দল বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে কার্যত বগলদাবা করে রেখেছে এবং কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। বিজেপি সরকার এখন নিজেদের পছন্দ মতো ভোটার তালিকা তৈরী করার চেষ্টা করছে।

মানিক সরকারের বক্তব্য, এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের আশঙ্কা রয়েছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলির ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ ও আইনি লড়াই আরও জোরদার করা জরুরি বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি এদিন তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে একহাত নিয়েছেন। মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার ভুল মন্তব্য করছেন। তিনি প্রকাশ্যে বলছে, যদি কোনও ”মিয়াঁ” রিকশাচালক ৫ টাকা ভাড়া চায় তবে তাকে মাত্র ৪ টাকা দেওয়া উচিত। একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক ও অবমাননাকর মন্তব্য কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকা একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আরও দায়িত্বশীল ও সংযত আচরণ প্রত্যাশিত।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের অভিযোগে কেন্দ্র—রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেসের তীব্র প্রতিবাদ

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি: ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১৮ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফে সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরতদের স্থায়ীকরণের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তার বিপরীত চিত্রই উঠে আসছে বলে অভিযোগ তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্য, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রকে কর্পোরেট স্বার্থে বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন তারই একটি বড় উদাহরণ। ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, কীট ও জলবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে কোভিড অতিমারির সময় ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা এই প্রকল্প দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

কিন্তু অভিযোগ, গত প্রায় দুই বছর ধরে এই প্রকল্পে কর্মরতদের বেতন, ভাতা ও প্রকল্প ব্যয়ের দায়ভার রাজ্য সরকারের হাত থেকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে এবং কর্মরতদের অনেককেই বছরের নির্দিষ্ট সময়ে তিন থেকে চার মাস বিনা বেতনে কাজ করতে হচ্ছে। বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহকারী সংস্থার পাওনা দীর্ঘদিন আটকে থাকার অভিযোগও উঠেছে। তবুও রাজ্য সরকার এ বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ জানায়নি বলে কংগ্রেসের দাবি।

২০১৮ সালের পর থেকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে কর্মরতদের স্থায়ীকরণে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বহু শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে অস্থায়ী নিয়োগকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে প্রকল্প ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে শূন্যপদ বিলুপ্ত করার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

ত্রিপুরায় এখনও তিন শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য পড়ে রয়েছে, যা পূরণের কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ।

একই পরিস্থিতি সরকারি শিক্ষা ক্ষেত্রেও। ২০২০ সালের নতুন শিক্ষানীতির পরিণতিতে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে বলে দাবি কংগ্রেসের। সংসদে পেশ হওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশে ১৮,৭২৭টি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়েছে।

সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় ত্রিপুরায় একসময় প্রায় দশ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট এই প্রকল্পে কর্মরতদের স্থায়ীকরণের পক্ষে রায় দিলেও রাজ্যে তা কার্যকর করা হয়নি বলে অভিযোগ। বর্তমানে প্রায় দুই হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে এবং বেতন প্রদান নিয়মিত নয়।

প্রদেশ কংগ্রেস জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ পেরিয়ে গেলেও জানুয়ারি মাসের বেতন এখনও পরিশোধ হয়নি। খবর অনুযায়ী, প্রকল্প তহবিলে কেন্দ্রের ৫৬৩.৯০ কোটি টাকা ও রাজ্য সরকারের ৫৬.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ কাগজে-কলমে থাকলেও কর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না।

এই পরিস্থিতিকে “ডাবল ইঞ্জিন সরকারের চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা” বলে অভিহিত করে প্রদেশ কংগ্রেস তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের জনবিরোধী নীতি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও সর্বশিক্ষা অভিযানকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, কর্মরতদের স্থায়ীকরণ ও নিয়মিত বেতন ভাতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সব শূন্যপদ দ্রুত পূরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি চর্চায় শিক্ষিত করে তুলতে রাজ্যপালের আহ্বান

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারী: ছাত্রছাত্রীদের আমাদের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ এবং নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চায় শিক্ষিত করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। আজ বিকালে লংতরাইভ্যালি মহকুমার হকুতুইসায় (ধুমাছড়া) রতনমনি সেবা মিশনের ৪০তম বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন। রাজ্যপাল বলেন, গত ৪০ বছর ধরে রতনমনি সেবা মিশন ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠন, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং নিজস্ব সংস্কৃতির সংরক্ষণে নিরবে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, রতনমনি সেবা মিশন রাজ্যে সামাজিক উন্নয়নে এবং স্বশক্তিকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি অভিভাবকদের তাদের ছেলেমেয়েদের একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় এবং নবোদয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করানোর সুযোগ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, এই দুটি বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পড়াশুনা করার এবং ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ রয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পল দাংশু। সমাজসেবী নিশিকান্ত পান্ডেও বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রতনমনি সেবা মিশনের সদস্য এল কলই। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সেবা মিশনের সভাপতি তরনী ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে সেবা মিশনের ছাত্রছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। লোকভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাজ্যে শিল্পের বিকাশে নতুন নতুন উদ্যোগীদের উৎসাহিত করতে শিল্প ও বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হচ্ছে : শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারী: ত্রিপুরাকে শিল্পের মাধ্যমে আত্মনির্ভর করতে রাজ্য সরকার কাজ করছে। রাজ্যে উৎপাদিত রাবার, চা, বাঁশবেতের শিল্প, হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প, আগরবাতি শিল্প প্রভৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আজ হাঁপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন। তিনি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে শিল্পের বিকাশে নতুন নতুন উদ্যোগীদের উৎসাহিত করতে এ ধরণের শিল্প ও বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি মেলায় অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানান এবং রাজ্যে শিল্পের বিকাশে ও নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ বছর শিল্প মেলায় ইতিমধ্যেই ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকারও বেশি পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়েছে। যা খুবই উৎসাহজনক।

অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ বলেন, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সাথে ত্রিপুরাও শিল্পক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষা ও শিল্পের সমন্বয় ঘটিয়ে ত্রিপুরাকে উন্নত রাজ্যে পরিণত করার কাজ করছে। রাজ্যের যুবক-যুবতীদের আত্মনির্ভর করতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে।

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, এই মেলা শুধু একটি মেলা নয়, রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি। এক সময় ভারতবর্ষ বৃহৎ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। তিনি বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হাত ধরেই ভারতে কুটির শিল্প বিকশিত হয়েছিল, যা এখনও অব্যাহত আছে। তিনি ভারতের গ্রামীণ ও কুটির শিল্পকে বিশেষ প্রাধান্য দেন এবং দেশের যুব সমাজকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে উৎসাহিত করেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন সহায়তার মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে। এই মেলা তারই দৃষ্টান্ত।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনারাণী সরকার, টিআইডিসি”র চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, টিআইডিসি”র বোর্ড মেম্বার মেঘনাদ সাহা প্রমুখ। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা সুভাষ দাস।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ দক্ষিণ ত্রিপুরার মঙ্গলাবিলাস আগরবাতি কারখানায় তৈরি ধূপকাঠির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এরপর অতিথিগণ রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা এবং স্বসহায়ক দলকে তাদের সাফল্যের জন্য পুরস্কৃত করেন।

এফসিআই গোডাউনে লরি চালককে ‘চোর’ অপবাদ দিয়ে বেধড়ক মারধর, ভাঙল হাত; উঠছে দুর্নীতির গন্ধ

ধর্মনগর, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ ফেব্রুয়ারী : উত্তর জেলার ধর্মনগরের বটরশি এলাকায় অবস্থিত এফসিআই গোডাউনে গতকাল এক চাঞ্চল্যকর ও নিন্দনীয় ঘটনা ঘটে। লরি নিয়ে পরিমাপের সময় এফসিআই গোডাউনের ইনচার্জ প্রকাশ্যে এক লরি চালককে ‘চোর’ বলে অপমান করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অপমানজনক মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ অনুযায়ী, কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে গোডাউনের ইনচার্জ ও কর্তব্যরত সিকিউরিটি গার্ড মিলে লরি চালকের উপর হামলা চালান। প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্যান্য লরি চালকদের দাবি, সিকিউরিটি গার্ড চালকের গলা চেপে ধরে আটকে রাখেন এবং সেই সুযোগে ইনচার্জ বেধড়ক মারধর শুরু করেন। এই হামলায় লরি চালকের একটি হাত ভেঙে যায়। আহত চালকের নাম রাজিব। তাঁর লরির নম্বর টিআর০২এ১৭৯০। অন্যদিকে, সংঘর্ষের সময় এফসিআই গোডাউনের ইনচার্জের মাথাতেও আঘাত লাগে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ধর্মনগর দমকল দপ্তরের সহায়তায় উভয় আহতকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোডাউনে উপস্থিত অন্যান্য লরি চালকেরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ইনচার্জ ও সিকিউরিটি গার্ড দীর্ঘদিন ধরেই চালকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আসছেন। তাঁদের কথামতো না চললে লরি ক্যানসেল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলেও দাবি চালকদের। অনেকের মতে, এই ঘটনা নিছক হাতাহাতি নয়, বরং ক্ষমতার অপব্যবহার এবং শ্রমজীবী চালকদের উপর নিয়মিত মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের বহিঃপ্রকাশ। লরি চালকেরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এফসিআই-এর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় সংস্থার গোডাউনে এ ধরনের ঘটনা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

বাঙালি কর্ষক ও শ্রমজীবী সমাজের রাজ্যভিত্তিক সম্মেলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারী : কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও কৃষি-বাণিজ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বাঙালি কর্ষক সমাজ ও শ্রমজীবী সমাজের পক্ষ থেকে রাজ্যভিত্তিক সম্মেলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল।

সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন, এফডিআই নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার অবাধে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ করে দিচ্ছে। এর ফলে দেশীয় ছোট, খাটো ও মাঝারি ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিদেশি কোম্পানি ও দেশীয় কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার যতটা সক্রিয়, ততটাই উদাসীন সাধারণ ব্যবসায়ী, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বলে অভিযোগ তোলা হয়।

বক্তারা বলেন, অনলাইন ব্যবসা ও শপিং মল ফুলে-ফেঁপে উঠলেও সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হলেও বর্তমানে কৃষির উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। ক্ষতির মুখে পড়ে বহু কৃষক কৃষিকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এর ফলেই রাজ্য ও বহির্রাজ্যে কৃষিজমি ভরাট করে উচ্চ দামে বিক্রির প্রবণতা বাড়ছে। এতে একদিকে কৃষিজমি কমছে, অন্যদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে। এই গুরুতর পরিস্থিতিতেও সরকারের কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ।

সম্মেলনে আরও বলা হয়, দেশে কৃষিকে এখনও শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষা করা হলেও কর্ষক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যার পথে হাঁটছেন, আবার অনেকে জীবিকার তাগিদে ভিনরাজ্যে বা ভিনদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। অথচ কর্পোরেট ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি কৃষিজাত পণ্য ব্যবহার করে বিপুল মুনাফা করছে। বক্তারা অভিযোগ করেন, সার, বীজ, ওষুধ ও কৃষিযন্ত্রের মতো কৃষি সহায়ক পণ্যের দাম অত্যধিক। প্রতিটি ব্লকে পর্যাপ্ত সেচব্যবস্থা ও হিমঘরের অভাব রয়েছে। ফলে মরশুমে ফসল উৎপাদন হলেও ন্যায্য দাম পান না কৃষকরা। আর্থিক দুর্বলতার কারণে ফসল সংরক্ষণ করতে না পারায় কৃষিজাত পণ্য স্বল্প দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন তাঁরা। এই সুযোগ নিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলি সেই পণ্য প্রক্রিয়াকরণ করে উচ্চ দামে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে বাঙালি কর্ষক সমাজ দীর্ঘদিন ধরেই কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। কৃষিজাত পণ্যকে কাজে লাগিয়ে কর্ষক সমবায় গড়ে তোলা হলে কৃষকরা লাভবান হবেন এবং ভবিষ্যতে কৃষির প্রতি আগ্রহ বাড়বে বলে মত প্রকাশ করা হয়। এতে কর্মসংস্থান বাড়ার পাশাপাশি কৃষিপণ্য রফতানির পথও খুলবে বলে দাবি করা হয়। সম্মেলন থেকে রাজ্য ও দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক দাবি ও প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। সেগুলি হল, কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে প্রতিটি কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ, প্রতিটি ব্লকে হিমঘর স্থাপন, অনাবাদি জমিকে চাষযোগ্য করতে সর্বত্র সেচব্যবস্থা চালু, সার, বীজ, ওষুধ ও কৃষিযন্ত্রের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ, ব্লকে ব্লকে কৃষিজাত কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্প স্থাপন ও স্থানীয় কর্মসংস্থান, সব ধরনের কৃষিঋণ মুকুব ও সর্বজনীন কৃষি বিমা চালু, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ, রেগা মজুরি বৃদ্ধি, কৃষিজাত ও কৃষি সহায়ক পণ্যকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় কর্মসংস্থান এবং ৬০ বছর বয়সে কৃষক ও শ্রমজীবীদের জন্য পেনশন স্কিম চালু। বক্তারা স্পষ্ট জানান, দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।

বিশালগড় প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রঞ্জিত দেবনাথের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী

চড়িলাম, ৮ ফেব্রুয়ারি।।আজ থেকে ঠিক সাত বছর আগে এই দিনেই চিরবিদায় নেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা বৃহত্তর বিশালগড় মহকুমার সাংবাদিক সমাজের অভিভাবক রঞ্জিত দেবনাথ। তাঁর প্রয়াণে স্থানীয় সাংবাদিকতা ও সাহিত্য জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়। একাধারে সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক রঞ্জিত দেবনাথ প্রাচীন থেকে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ছিলেন গভীরভাবে পারদর্শী। তবে তাঁর এই পাণ্ডিত্য তিনি কখনও প্রকাশ্যে জাহির করতে আগ্রহী ছিলেন না। বরং নিজের সম্মানে কোনও অনুষ্ঠান আয়োজিত হলে তা এড়িয়ে চলতেই তিনি পছন্দ করতেন। সহজ-নম্র স্বভাবের এই মানুষটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিচয় ছিল তাঁর অসাধারণ হাতের লেখা। ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁর হাতের লেখা বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল। নিছক কয়েকটি বর্ণমালার মধ্যেও শিল্পের ছোঁয়া এনে দিতে পারতেন তিনি। রাজ্যের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর সার্টিফিকেট তাঁর হাতের লেখায় শোভিত হয়েছে। তাঁর লেখা ও ছড়া নিয়মিতভাবে ২৪ ঘণ্টা, মৌপিয়া ও আজকাল-এর মতো সংবাদমাধ্যমেও পাঠকের মন কেড়েছে। সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকীতে রঞ্জিত দেবনাথকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে সাংবাদিক মহল ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 09-02-2026, 01:20